শ্রী শ্রীহরিনাম—

সংকীর্ত্তন-মালা।

(পদাবলী)

"নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্।"

শ্রীহরিপদরজোঽভিলাষী

শ্রীগোপীকৃষ্ণ গুঁই কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।



আনন্দপুর—দক্ষিণ বাজার।

শ্রীশ্রী৺ হরিসভা হইতে

প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০

Printed by GOBARDHAN PAN, at the Gobardhan Press,
161, Muktaram Babu's Street, Calcutta.

উৎসর্গ-পত্র।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার অপার স্নেহ-মমতার
হিল্লোলে সংবর্দ্ধিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি,
যিনি স্বীয় স্বভাব-সুলভ বিনয়-নম্রগুণে
সকলেরই প্রিয় ছিলেন
এবং
যাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অতীব প্রশংসনীয়
সেই নিত্যধামগত পূজ্যপাদ
পিতৃদেবের
শ্রীকৃষ্ণসেবা-সংরত শ্রীকরকমলোদ্দেশে
এই
সযত্ন-গ্রথিত প্রেম-ভক্তিরসপূর্ণ
"শ্রীশ্রীহরিনাম-
সংকীর্ত্তন-মালা"
তদীয় অযোগ্যাধম মধ্যম পুত্র
কর্ত্তৃক
অতীব শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে
উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রণত—

গোপীকৃষ্ণ।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মালা গ্রন্থ-সঙ্কলনে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। অধিকন্তু মূর্খতাবশতঃ বহু ভ্রম-প্রমাদাদি হইতে পারে। তবে শ্রীশ্রীহরিনাম যেমন ভাবেই সংগৃহীত হউক না কেন, তাহা আপন গুণে ভক্তবৃন্দমাত্রেরই প্রাণারাম ও প্রীতি-জনক। এই ভরসাতেই আমি ইহা সহৃদয় ভক্তবৃন্দের কর-কমলে অর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে এই শ্রীগ্রন্থখানি পাঠে এবং ইহার গানগুলি তাল-মান সহিত গীতে ভক্ত-পাঠক ও গায়ক-গণের কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া সুখী হইব ও শ্রম-সার্থক বিবেচনা করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে সকল ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণের রচিত গীত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তাঁহাদের কোন মহাত্মার নাম জানি বা না জানি, কাহাকেও চিনি বা না চিনি তাঁহাদের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত আজীবন ঋণী রহিলাম।

জেলা হুগলী, পোঃ এলাটী—শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী পত্রিকার সম্পাদক ভক্তিভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহোদয় এই শ্রীগ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, এই অসামান্য অনুগ্রহের জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রীতি-ভক্তির সহিত চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় ও ভক্ত-বৈষ্ণব-গণের শুভাশীর্ব্বাদে, "শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মালা—পদাবলী" ১ম খণ্ড, আজ বৈষ্ণব-সমাজে প্রকাশিত হইল।

ভুবন মঙ্গল শ্রীশ্রীহরিনামই কলিযুগের মূলমন্ত্র এবং দুরিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক্ষীণায়ু কলি-জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

আজ প্রায় ১৯।২০ উনবিংশ, বিংশ বৎসর হইল সেই প্রেম-চিন্তামণি ভগবানের নাম মাত্র ভরসা করিয়া আমরা যে একটা শ্রীশ্রীহরিসভা স্থাপিত করিয়াছি, তাহাতে প্রতি পূর্ণিমা দিবস এবং দৈনন্দিন যে সকল উচ্চ-সংকীর্ত্তন তালমান খোল করতাল সহিত নৃত্য গীত হইয়া থাকে, তাহারই সমাবেশে এই সংকীর্ত্তন-মালা রচিত হইল।

ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরাধা, শ্রীশ্রীহরিনাম, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন, শুকশারীর বিবাদ, নূপুর চূড়ার বিবাদ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল নাম ও নাম সংকীর্ত্তনাদি করিয়া প্রায় শতাধিক যুগলমিলন বহু বহু মহাত্মার রচিত বহু স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া অত্র পুস্তকে সংযোজিত হইল। ইহাতে আমার পাণ্ডিত্য বা আত্মগরিমা প্রকাশ করিবার কিছুই নাই কেবল দয়াময়ের নামের বহুলপ্রচার উদ্দেশে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীভগবান্ গৌর-হরির চরণাশ্রয় করিয়া, প্রাণের আবেগে এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম। স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে বা অর্থ লোভে ইহা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল মুদ্রণ-সাহায্য লইয়া যাহাতে শ্রীশ্রীহরিনামের বহুলপ্রচার হয় এবং তৎসঙ্গে যতটুকু আত্ম-পবিত্রতালাভ করিতে পারি, ইহাই উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তৃত ভূমিকা প্রদান নিষ্প্রয়োজনবোধে বৈষ্ণব-চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি।

শ্রীগৌর-পূর্ণিমা। } কৃপার্থী—
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০। } শ্রীগোপীকৃষ্ণ গুঁই।

সূচীপত্র

বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
১।	মঙ্গলাচরণ	...	১
	শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক—		
১।	এস হে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে করি	...	৭
২।	একবার এস হে নদীয়ার চাঁদ গৌরাঙ্গসুন্দর	...	৮
৩।	একবার এস নদীয়া বিহারী গৌরহরি	...	৯
৪।	এস হে নদীয়ার চাঁদ শ্রীশচিনন্দন	...	১০
৫।	এইবার আমায় দয়া কর শ্রীচৈতন্যহরি	...	১০
৬।	এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই হে	...	১১
৭।	আর আমার কেউ নাই ওহে গৌরহরি	...	১২
৮।	একবার গৌর বল মনেপ্রাণে ঐক্য করে	...	১২
৯।	আসি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন গৌরহরি	...	১৪
১০।	কানাই কোথা লুকালি ভাই করের মোহন বাঁশী		১৫
১১।	কানাই কি ব্রজে আসবে আর এখন নবদ্বীপে অবতার		১৫
১২।	কানাই কি অভাবে গৌর হলি আমারে তা বল	...	১৬
১৩।	গোরা যায় রে সুরধুনীর তীরে হরি বলে যায়	...	১৭
১৪।	কেন হলো গোরা অবতার মুরার এই কথা বল বল হে		১৭
১৫।	তোমরা দুভাই বড় পরম দয়াল হে ওহে গৌর নিতাই		১৮
১৬।	কি আনন্দ নদেপুরে নিশি পোহাইল	...	১৯
১৭।	কি হেরিলাম রামানন্দ জলধি জলে	...	১৯
১৮।	কাঙ্গাল কি তোর কেউ নয় হে নদেরচাঁদ হে গৌর		২০
১৯।	কহ কহ রামানন্দ রায় করি কি উপায়	...	২০
২০।	আজ ব্রজে রাইরূপের সন্ন্যাসী এসেছে	...	২১

২১। আমার মন ডুবরে শ্রীচৈতন্য লীলা-সরোবরে ... ২১
২২। আমরা তেঁই গৌরকে ডাকি প্রিয় সখি ... ২১
২৩। আয় রে আয় জগাই মাধাই আয় ... ২২
২৪। গাও রে গৌরাঙ্গের গুণ ভাই .. ২৩
২৫। গিয়ে সুরধুনী নামের ধ্বনি দিচ্ছে গোরা রায় ... ২৪
২৬। গৌর নাম যাঁর নদেপুরে একবার ডাক দেখি ... ২৪
২৭। গৌর গোবিন্দ উদয় ন'দে ... ২৫
২৮। গৌরাঙ্গেব কীর্ত্তনের খেলায় তোরা আয়কে দেখতে যাবিগো ২৫
২৯। চল রে সুরধুনীর তীরে যাই ... ২৬
৩০। জীব আয় আয় কে প্রেম লবি আয় রে ... ২৬
৩১। জীব তরাতে দয়াল গৌর এসেছে ... ২৭
৩২। জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ ... ২৭
৩৩। যাদের হরি বোলতে নয়ন ঝুরে তারা দুভাই ... ২৮
৩৪। প্রেমধন বিলায় রে গোরা রায় ... ২৮
৩৫। নদীয়ার মাঝে প্রেমবিভোরা গৌর নাচে ... ২৯
৩৬। ভজে লে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ঐ দু'জনে ... ৩১
৩৭। বিনয় করে রামানন্দ গৌরাঙ্গে বলে ... ৩১
৩৮। হরি বোলে কে নদের বাজারে ... ৩২
৩৯। হরি বোল বলে গৌর হরি ... ৩২
৪০। হরি বোল বোলে গোরা ঢলে ঢলে নেচে যায় ... ৩৩
৪১। হরিবোল হরিবোল হরি বলেরে চৈতন্য আমার ... ৩৩
৪২। হরিবোল হরিবোল হরি বলেরে গৌরাঙ্গ আমার ... ৩৪
৪৩। হরিবোলে নাচে রে নব গোরা ... ৩৪
৪৪। হরি বলে আমার গৌর নাচে ... ৩৪

৪৫। শচীনন্দন মম জীবন … ৩৫
৪৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার ধন্য … ৩৬
৪৭। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরেকৃষ্ণ হরে রাম… ৩৭
৪৮। ওরে ওরে নরহরি কোথা গৌরহরি … ৩৭
৪৯। নদের বাজার দিয়ে ঐ নেচে যায় … ৩৮
৫০। তুমি হে গৌরচন্দ্র … ৩৮
৫১। রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব ত্রাহিমাং … ৪০
৫২। মাধাই হরিবোল হরিবোল বলে কে যায় … ৪১
৫৩। এসময় একবার ডাক … ৪২

শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক—

১। কি মধুর সুমধুর হরিনাম আনলি নিতাই … ৪৩
২। নিতাই বই কে দয়াল জগতে হরিনাম দিতে … ৪৩
৩। ওই কিরে সেই নিতাই যারে মেরে ছিলি ভাই … ৪৪
৪। নিতাই আমার নাম এনেছে রে হরেকৃষ্ণ হরে … ৪৪
৫। নিতাইচাঁদ বোলে রে তাই ডাকি … ৪৫
৬। চাঁদ নিতাই যদি এদেশে এল জীবের সব জ্বালা … ৪৬
৭। যারে পাষণ্ড দেশে মধুর হরিনাম বিলাতে … ৪৭
৮। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ৪৭
৯। নিতাই নিতাই বল অনিবার … ৪৮
১০। নিতাই নিতাই বল অবিরাম … ৪৮
১১। মারলি তুই নিতাইচাঁদের গায় … ৪৯
১২। গৌর প্রেমার ভরে মাতিল নিতাই রে … ৪৯

শ্রীঅদ্বৈত-বিষয়ক—

১। নাচে রে অদ্বৈত বাহু তুলে গৌর পেলাম পেলাম বলে ৫০

শ্রীশ্রীহরি-বিষয়ক—

১। হরিবোলে আমি তাইতো ডাকি … ৫১
২। হরিবোল বল জগাই মাধাই … ৫২
৩। হরিবোল বলরে আমার মন … ৫২
৪। হরি ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী … ৫৩
৫। হরিনাম বল বল বল আমার মন রসনা … ৫৪
৬। হরিনামের তুল্য ধন কি জগতে আছে … ৫৫
৭। হরিনামের তরি এসেছে ধরা … ৫৬
৮। হরিবোল মন রসনা জনম বয়ে গেল রে … ৫৬
৯। হরিনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপ রসনা … ৫৭
১০। হরি এই করো নিদানকালে … ৫৭
১১। হরিনাম সার কর রে … ৫৮
১২। মুখে হরিবোল বলরে রসনা … ৫৮
১৩। হেলাতে রতন হারাও না মন হরি হরি বল বদনে ৫৯
১৪। মুখে হরিনাম বল রে আমার মন … ৬০
১৫। মুখে হরিনাম বল রে আমার মন … ৬০
১৬। মিছার কামনা কর না কর না হরিবলনা রসনা … ৬১
১৭। তুমি পরম কারণ কারণের কারণ … ৬২
১৮। বোল হরিবোল বাজাও মাদল … ৬২
১৯। বল মাধাই মধুরস্বরে হরিনাম বিনে … ৬৩
২০। বৃথা দিন গেল হে হরি … ৬৪
২১। বল রসনা হরে হরে কৃষ্ণ হরে … ৬৫
২২। এমন সুধামাখা মধুর হরিনাম আনিল কে … ৬৫
২৩। কি সুখে রেখেছে হে এ ভবসংসারে … ৬৬

২৪। শমন-দমন যাতে হয় রে ভাই হরিবোল ... ৬৬
২৫। শমন-দমন হরিনাম মাধাই আয় ত্বরা কে লবি রে ৬৭
২৬। জীবের থাকৃতে চেতন হরিবল মন দিন গেল ... ৬৮

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক—

১। কোথা হে ব্রজবল্লভ পদপল্লব দেও আমারে ... ৬৯
২। কোথা হে নন্দাত্মজ গোপীজনার প্রাণবন্ধু ... ৬৯
৩। কি হেরিলাম কদম্বমূলে নবনীরদ মনোহরা ... ৭০
৪। এস হে দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু হৃদ-মন্দিরে ... ৭০
৫। ঐ না বেশে মোদের গৃহে আয় হে রসরাজ ... ৭১
৬। ওহে যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপীর মনোচোরা ... ৭২
৭। ওগো সখি কেগো যমুনার কূলে ... ৭৩
৮। সখি ঠাম ঠমকে ঠমক বাঁকা কে ... ৭৩
৯। সেই নবীন রাখালকে আমার মনে হলো হে ... ৭৩

শ্রীরাধা-বিষয়ক—

১। এমন জগত পবিত্র রাধা নাম আনিল কে ... ৭৪
২। মিছা দিন যায় দিন যায় রাধে রাধে বোল ... ৭৫
৩। বল ঐ রাধা নাম বল ... ৭৫
৪। রাধার চরণ নয় সাধারণ সামান্য ধন নয় গো ... ৭৬
৫। রাধা নামে কতই সুধা কৃষ্ণ বই কে জানে ... ৭৬
৬। জয় জয় রাধার নাম প্রেম-তরঙ্গিনী ... ৭৭
৭। রাধেকৃষ্ণ জয় শ্রীরাধেগোবিন্দ জয় ... ৭৭

শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিষয়ক—

১। জয় রাধেগোবিন্দ বলে ডাকরে মন রসনা ... ৭৮

২। জয় রাধাগোবিন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দ ... ৭৯
৩। জয় রাধাগোবিন্দ শ্রীচরণারবিন্দ মকরন্দ পান ... ৭৯
৪। ভজ মন শ্রীরাধাবল্লভে ... ৮০
৫। রাধাগোবিন্দ গোবিন্দ বলে নেরে ... ৮০

শ্রীবৃন্দাবন-বিষয়ক—

১। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের দীপক জ্বালিয়ে ... ৮১
২। রাধেকৃষ্ণ জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ জয় ... ৮১
৩। চল নিতাই বৃন্দাবনে হেরব যুগল মাধুরী ... ৮২
৪। আর কতদিনে হব বৃন্দাবনবাসী রে ... ৮৩
৫। হরি বোলব আর মদনমোহন হেরব রে ... ৮৪
১। শুকশারীর বিবাদ ... ৮৫
২। ভোগ-বিরাগের বিবাদ ... ৮৭
৩। নূপুর চূড়ার বিবাদ ... ৮৯

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল সংকীর্ত্তন—

১। আহা মরি কি আনন্দ হেরে যুগল মাধুরী ... ৯০
২। রাধাশ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল ... ৯০
৩। ত্বরা আয় ললিতা হেরবি যদি যুগলরূপের ঠাম ... ৯১
৪। তোরা দেখ ললিতা কুন্দলতা কুঞ্জ পানে চেয়ে ... ৯১
৫। আজি নিভৃত নিকুঞ্জে আহা কিবা শোভা মরি ... ৯২
৬। শারী বলে দেখ শুক নিকুঞ্জ কাননে ... ৯৩
৭। জয় রে জয় রাধামাধব যুগলকিশোর ... ৯৩
৮। এমনি থাকুক যুগল কিশোর কিশোরী ... ৯৪

শ্রীশ্রী৺হরিসভার বিবরণ।

আজ প্রায় ১৮ অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল সেই প্রেম-চিন্তামণি ভগবানের নামমাত্র ভরসা করিয়া আনন্দপুরের অন্তর্গত দক্ষিণ বাজারে আমরা কয়েক জন বন্ধু-বান্ধবে মিলিত হইয়া একটী হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা স্থাপিত করিয়াছি।

"বামন হইয়া বাঞ্ছা চন্দ্রমা ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া ইচ্ছা অগ্নি নিবারিতে॥
পঙ্গু হয়ে ইচ্ছা যথা গিরি লঙ্ঘিবারে।
মুক হয়ে ইচ্ছা যথা বেদ পড়িবারে॥"

তদ্রূপ আমরা বামন হইয়া চন্দ্রমা ধরিতে হাত বাড়াইয়াছি। কেননা একে অধর্ম্মপর ভয়ানক কলিযুগ দিবানিশি শ্রেয়ঃ কার্য্যে ব্যাঘাত বিসম্বাদ, চতুর্দ্দিকে পূর্ণ অজ্ঞান-অন্ধকার, অশ্রদ্ধা-মেঘে জ্ঞান-তপনের বিশ্বাস-কিরণ একবারে আবৃত করিয়াছে। কাম ক্রোধ রূপী দামিনী ও বজ্র সংসারকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। পাপ-ধারায় ধরা প্লাবিত হইতেছে। এ সংসারে বাস করিয়া আমাদের ন্যায় পাপী ও মূর্খগণের ধর্ম্ম রাজ্যের মণিময় সিংহাসন স্থাপিত করিয়া অনন্ত অসীম ভগবৎ-প্রেমকে তদুপরি সাজাইতে পারিব, ইহা দুরাশা ও মরীচিকার ন্যায় কল্পিত ভাব মাত্র। যে ভগবৎ প্রেমকে সংসারে বিতরণ করিতে যুগে যুগে নারদ, কপিল, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী প্রভৃতি কোটী কোটী ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহাতেও যখন প্রেমতত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন সংসারের কল্যাণ-বিধাতা শ্রীহরিই আপনি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই ভক্ত-বৎসল প্রেমপ্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রেমের

অধিকারী অম্বরীষাদি সত্যযুগের রাজা, দশরথাদি ত্রেতাযুগের রাজা, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরাদি দ্বাপর যুগের রাজা হইতেছেন।

এই কলিযুগে সেই সকল ঋষিগণ নাই, আর ঐ সকল ভক্ত নৃপতিবর্গও নাই, কেবল পাপে প্লাবিত, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন—আমাদের ন্যায় দুর্ভাগা জীব যে যুগে সংসারকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে, সেই কলিযুগে ভগবৎ-প্রেমাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী এবং প্রেম-প্রবাহের উপদেষ্টার অভাব দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া অপার প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়া আচণ্ডালে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তখন আমরা পাপী হইলেই আর কি হইবে? এ সময়ে যখন আচণ্ডালের ভগবৎ-প্রেমা-স্বাদনের অধিকার স্বয়ং ভগবান্ শিক্ষা দিয়াছেন, তখন পাপী হইলেও আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া একটী হরি-সভা স্থাপিত করিতে ইচ্ছাকরি; কিন্তু আবার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখিলাম যে একে আমরা ক্ষুদ্রমতি, তাহাতে আবার সহায়হীন ও অর্থহীন অধিকন্তু এ যুগে ধর্ম্ম-বিষয়ে কেহই সাহায্য করিবে না। এ অবস্থায় সভা গঠন ও সভা নির্ব্বাহন উভয়ই অসম্ভব। হয়তো কিছুদিন পরে সভা উঠিয়া যাইবে; আমরা লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইব, ইহাতে আমাদের আশা ফলবতী হওয়া দূরে থাক্, অঙ্কুরেই নাশ হইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা কখনই বঞ্চিত হইবার নহে। ভগবান্ স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছেন যে, যার আছে লজ্জাভয়, সে আমার ভক্ত নয়।"

আরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম যতদিন যতক্ষণই হউক না কেন তাহাই আমাদের লাভ; কেন না—

"জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্প-সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

এই ভাবিয়া আমরা মানাপমানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল দৈনিক মুষ্টি ভিক্ষার সমষ্টি মাসে মাসে সংগ্রহ করিয়া স্বল্পব্যয়ে হরিসভার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। তৎপরে কিছু টাকা সংগ্রহ হওয়াতে ও কয়েকজন মহাত্মা কিছু সাহায্য করাতে বিশেষ কোন ধূমধাম না করিয়া হরিসভার জন্য একটী খোড়ো আটচালা নির্ম্মাণ করা হইল।

"সর্ব্বসদ্‌গুণযুতাং তাং বন্দে ফাল্গুন-পূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণং কৃষ্ণ নামভিঃ॥ চৈচঃ

এইরূপে আমরা বঙ্গাব্দ সন ১৩০৩ সালের শুভ ৬ই চৈত্র ইংরাজী ১৮৯৭ সালের ৮ মার্চ্চ শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১২ সালের গুরুবারে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা দিবস ফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা দিবস শুভদিনে শুভক্ষণে আনন্দপুরের অন্তর্গত দক্ষিণ বাজারস্থ মধ্যবর্ত্তী স্থানে গুরু-বৈষ্ণবের অনুমতিগ্রহণে রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় এই হরিসভাটী স্থাপিত করিয়াছি।

আজ প্রায় ১৮ অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল সেই করুণাময়ের নামের উপর নির্ভর করিয়া বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রমানন্তর হরিসভার কার্য্য নিয়মিত চলিতেছে। কথিত অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে হরিসভার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই বলবতী, আমরা উপলক্ষ মাত্র।

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনে জীবের বাঞ্ছা নাহি পূরে॥

আমাদের মুষ্টিভিক্ষালব্ধ জীর্ণ শীর্ণ অস্থায়ী হরিসভার খোড়ো আটচালাটী এখন প্রায় ৮০০ আটশত টাকা ব্যয়ে বৃহৎ অট্টালিকাতে পরিণত হইয়াছে। কোথা হইতে এত খরচ জুটিল আশ্চর্য্য। আমরা ভুক্তভোগী হইয়াও ইহা জানিতে পারি নাই।

এতদ্ব্যতীত হরিসভাতে নামসংকীর্ত্তন ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ ও মধ্যে মধ্যে সাধু মহাত্মার আগমনে ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি হইয়া থাকে। প্রত্যেক পূর্ণিমা দিবস মহাপ্রভুর ভোগ আরাধনা ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। অধিকন্তু ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিবস শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে ও হরিসভার বৎসরান্তে মহোৎসব উপলক্ষে অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর নামকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কয়েকজন, দুষ্ট, খল, বদমাইস্ লোক ঈর্ষা বশতঃ এই সভাটী যাহাতে নষ্ট হয় তাহার জন্য অনেক চেষ্টা, এমন কি আমাদিগকে আসামী করিয়া ফৌজদারি মোকদ্দমাও করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু দয়াময় শ্রীহরিই তাহাদের শাস্তি বিধান করিয়াছেন। এখন নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হইয়া হরি-সভাতে আমরা যাইব না ও আমাদের কোন অধিকার নাই বলিয়া হাকিমের নিকট দরখাস্ত করিয়া মুচলেখা ও জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

আমাদের সম্বলের মধ্যে তাঁহার নাম ও গুণগান। অধিক কি জানাইব ভক্তবৎসলের গুণের পরিচয় তাঁর ভক্তই বিশেষরূপ জ্ঞাত; অভক্তের জানিবার আদৌ অধিকার নাই।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যে সকল মহাত্মা এবিষয়ে আমাদিগকে সৎউপদেশ, সৎপরামর্শ ও উৎসাহদান করিয়াছেন ও যে সকল মহাত্মার সাহায্যে আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে কোটী কোটী ধন্যবাদ দিতেছি। আর তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা চিরস্থায়ী এবং দয়াময় শ্রীহরির নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা সর্ব্বদা জানাইতেছি।

যে দীন দয়াময় হরি এই সভার আলোচ্য, তিনি এই সভাকে দীর্ঘজীবী ও ইহার সভ্যগণকে সুখী ও অন্তে শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

বৈষ্ণব-জন-কৃপাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীগোপীকৃষ্ণ ...ই।

আনন্দপুর-দক্ষিণবাজার হরিসভার

অভিনন্দন পত্র।

১। সভক্তি বিনীত নিবেদনম্ —

যথা সময়ে আপনার পত্র ও হরিসভার বিবরণ পাইয়াছি। হরিনামামৃত পাঠাইতে বিলম্ব হইল, ক্রটি গ্রহণ করিবেন না, আপনাকে মেদনীপুর জেলার হরিসভার সর্ব্বপ্রধান সম্পাদক জানিয়া হরিনামামৃতের সহিত ১ খানি ভক্তিগ্রন্থ হরিসভাতে উপহার দিলাম ইতি। ২।৯।১৬

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীতারিণী চরণ হালদার

পোঃ বাকাল, বরিশাল।

২। পরম ভক্তিভাজনেষু

মহাত্মন্! আপনার কৃপাপত্র সহ—শ্রীশ্রীহরিসভার বিবরণ প সুখী হইলাম। শ্রীসঙ্গিনীতে কোন সংবাদপ্রকাশের সম্ভাবনা না থাকায় যথাযথ প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কোনরূপে উহার আভাস দিয়া গৌরাঙ্গ-গীতিকাটী প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিব। আপনাদের এই সাধু উদ্যমের জন্য আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তারিখ ১৩১৭ সাল ১৭ শ্রাবণ।

শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী কার্য্যালয়
আনন্দাশ্রম।
পোঃ আলাটী, জেলা হুগলী

বৈষ্ণবজন-সেবক

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী।

৩। শ্রীকৃষ্ণপদে মতিরস্তু —

তোমাদের সাধু-সংকল্পে পরম পরিতোষ হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম।

১৫৪ নং
আহীরিটোলা,
কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিনোদ বিহারী গোস্বামী।

ভাগবতরত্ন. বেদান্তাচার্য্য।

৪ ভাগবতোত্তম—

আপনার শ্রীশ্রীহরিসভার বিবরণ পাঠ করিয়া প্রীত ও আশ্বাসিত হইলাম। কারণ, এই দুর্দ্দিনগ্রস্ত সমাজে আপনারা ধর্ম্মপথে বহু-জনকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছেন এবং অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা বৈষ্ণব সমাজের একটী গৌরব করিবার বিষয়। আগামী সংখ্যায় বিবরণটী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। কিছু দীর্ঘ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌড় ভূমি কার্য্যালয়
গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ } সেবক—
শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ।

৫। ভক্তপ্রবর—

তোমাদের হরিসভার বিবরণ পাঠে পরম আনন্দিত হইয়া তোমা-দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মৎ-বিরচিত শ্রীশ্রীপদ্যাবলী একটী উপহার দিলাম। ইতি ১৩১৭।১৩ আশ্বিন।

৪০নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন
কলিকাতা। } নিত্যানন্দবংশোদ্ভব
প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

৬। মহাশয়—

আপনার প্রেরিত হরিসভার বিজ্ঞাপন পাঠে পরিতোষ হইলাম। উদ্দেশ্য সাধু।

ভাগবতাশ্রম ভক্তি-কার্য্যালয়
হাওড়া কোঁড়ার বাগান। } শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

৭। আপনাদের হরিসভাতে মৎপ্রকাশিত একখানি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল মাত্র ভিঃ পিঃ খরচ লইয়া উপহার দিলাম। ইতি সন ১৩১৮।১২ মাঘ।

শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রজবাসী।
শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ মদন-গোপালপাড়া।

৮। কি আনন্দের বিষয়।—

আজ আনন্দপুর গ্রামে পদার্পণ করিয়া শ্রীশ্রীহরি সভাতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীহরি নামের ধ্বনিতে মনঃপ্রাণ মাতিয়া উঠিল। যথার্থই এখানকার ভক্তগণের একান্ত ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ। আশা করি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে ইহারা সকলেই প্রেম-ভক্তিলাভ করিয়াছেন এবং করিবেন। যেমন আনন্দপুর নামে গ্রাম, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দের ধাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনীয়, ইহারা বৈষ্ণব জগতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিয়া সর্ব্বোচ্চ গতি লাভ করুন। ইতি সন ১৩২১ সাল—১লা জৈষ্ঠ।

শ্রীকুঞ্জ দাস গোস্বামী—
শ্রীধাম বৃন্দাবন, ৩৫নং কেশী ঘাট।

নমঃ নারায়ণায়।

৯। আনন্দপুর গ্রাম, সত্যই প্রেমানন্দময়। আবাল-বৃদ্ধ বনিতার হরিভক্তি প্রাণোন্মাদকর। বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাশ্রয়ে এই গ্রাম উত্তরোত্তর উন্নতি হউক। এই হরিসভাই এই গ্রামের পরমার্থ-দায়িনী। এ সভার উন্নতি। ইতি সন ১৩ ২১ সাল। ১লা জ্যৈষ্ঠ—

স্বামী যোগজীবন।

১০। আশীর্ব্বাদক—
শ্রীশ্রী৺বসু জাহ্নবাজীউর কৃপানুগা ও তৎপাদপদ্ম আশ্রয়
শ্রীউদয় চাঁদ গোস্বামী, সোনামুখী মনোহর তলা।
জেলা বাঁকুড়া।

আমি মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে দক্ষিণ বাজারে আমার শিষ্যবাড়ী আসিয়া দেখিলাম যে আমার শিষ্য-গণ্র ও ঐ বাজারের অপরাপর কতকগুলি লোক একত্র হইয়া একটী হরিসভা স্থাপিত করিয়াছে। সেই হরি সভাতে যে কত আনন্দ হয়, তাহা আমার একমুখে বর্ণনাতীত। সেই হরিসভাতে অনেকগুলি লোক আত্মসমর্পণ করিয়াই এই কার্য্যটী করিয়াছে। তন্মধ্যে আমার প্রিয়-শিষ্য গোপিকৃষ্ণ উক্ত সেবার অধ্যক্ষ; তাহার ভক্তিতে আমি যারপরনাই প্রীতি হইয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে শ্রীশ্রীহরিপদে তোমাদের অচলাভক্তি লাভ হউক এবং তোমরা দীর্ঘায়ু হইয়া বৈষ্ণব-জগতে এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার কর। শ্রীশ্রী৺গোপী নাথ জীউর চরণে প্রার্থনা এই হরিসভার উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হউক। ইতি সন১৩২১ তারিখ ১৭ চৈত্র-পূর্ণিমা।

১১। আমি হরিসভাতে আগমন করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম এবং ইহাদের উচ্চ সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে আমি বিহ্বল হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিলাম এবং ইহাদের নামে অনুরাগ দেখিয়া প্রীতি হইলাম। শ্রীগৌর-গোবিন্দের কৃপাতে ইহারা সকলে অচিরে প্রেম-ভক্তি লাভ করুক, ইহাই বাসনা। ইতি সন ১৩২২ সাল।

শ্রীরাধামাধব দাস মোহান্ত।
শ্রীধাম নবদ্বীপ, গোকুলানন্দের বাঁধ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীহরিনাম

সংকীর্ত্তন-মালা।

প্রথম খণ্ড।

—o—

মঙ্গলাচরণম্।

১। বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

২। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ॥
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ সন্দৌ তমোনুদৌ॥

৩। কনক-রুচির-গৌরঃ সর্ব্বচিত্তৈকচৌরঃ।
প্রকৃতি মধুরদেহঃ পূর্ণ-লাবণ্য-গেহঃ॥
কলিত-ললিতরূপঃ শুদ্ধকন্দর্প-ভূপঃ।
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥

৪। জয় জয় গৌরাঙ্গ জয়নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়, গৌরভক্তবৃন্দ॥

৫। জয় গদাধর গৌরাঙ্গ হে শ্রীনিত্যানন্দ কৃপানিধে।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি প্রাণবন্ধো নমস্তুতে ॥

৬। ভক্তগণ সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয় ॥

জয় চৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয় জয় অদ্বৈত গোঁসাঞি।
জয় স্বরূপ রামানন্দ, সার্ব্বভৌম শিবানন্দ,
শ্রীরূপ সনাতন দুই ভাই ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ভট্ট,
নীলাম্বর শ্রীঈশ্বরপুরী।
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, পুরীরাজ গজপতি,
কর্ণপুর ঠাকুর নরহরি ॥
গঙ্গাধর হরিদাস, বীরভদ্র গঙ্গাদাস,
শ্রীবল্লভাচার্য্য সনাতন।
শ্রীমুরারি কাশীশ্বর, বনমালী শ্রীশ্রীধর,
শ্রীলবৃন্দাবন শ্রীলোচন ॥
শ্রীবাস পুরুষোত্তম, কৃষ্ণদাস নরোত্তম,
মুকুন্দদত্ত শিখীমাইতি।
ধনঞ্জয় বক্রেশ্বর, জগদীশ শুক্লাম্বর,
শ্রীচন্দ্রশেখর প্রভৃতি ॥

শ্রীগৌরভক্তগণে, প্রণমি সযতনে,
এ দীনেরে কর কৃপাদান।
দেহাবসানাবধি, বদনে নিরবধি,
গাই যেন হরিগুণ গান॥

(গ্রন্থকারস্য)

সম্প্রতি ভকত পাশে, গললগ্নীকৃতবাসে
করপুটে করি নিবেদন।
পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে, জন্মেছি মানবকুলে,
হেন জন্ম গেল অকারণ॥
হরিনাম বিনে ভাই, জীবের অন্যগতি নাই,
যাগযজ্ঞ কলিতে নিষ্ফল।
যেই নাম সেই হরি, বল দিবা-বিভাবরী,
নিভে যাবে ভব-দাবানল॥
যে নামেতে মত্ত হর, শিরে ধরি বিষধর,
শ্মশানেতে করেন ভ্রমণ।
যাঁহার নামের বলে, পাষাণ ভাসিল জলে,
পঙ্গু করে পর্ব্বত লঙ্ঘন॥
বৃদ্ধ দ্বিজ ব্যাধি ক্লেশে, পুত্রে ডাকি নামাভাসে
অজামিল উদ্ধার হইল।

যে নামেতে করি বল, প্রহ্লাদ খে'ল হলাহল,
করী-পদাঘাতে না মরিল ॥

যে নামেতে রত্নাকর, জগতের রত্নাকর,
মহারত্ন রামায়ণ রচিল।
পাপ করি অগণন, যে নাম করি শ্রবণ,
জগাই মাধাই মুক্ত হল ॥
সেই হরিনাম সুধা, পানে যাবে ভবক্ষুধা,
কিন্তু মোর নাই ভক্তিবল।
আমি অতি দুরাচার, বিদ্যাবুদ্ধিহীন ছার
বৈষ্ণবের চরণ সম্বল ॥

ভক্তকৃপা নাহি যারে, সে যদি বিপদে পড়ে,
হরি কভু নাহি করে ত্রাণ।
ভক্ত যারে কৃপা করে, সবে তারে সমাদরে,
শুভদৃষ্টি করে ভগবান ॥
অতএব ভক্তগণ আমি অতি অকিঞ্চন,
সংকীর্ত্তন-মালা রচিবারে।
আমিত ভক্তের দাস, যেন পূর্ণ হয় আশ,

মধ্যবঙ্গ মেদিনীপুর, গ্রাম আনন্দপুর,
কেশবপুর থানারান্তর্গত।
দক্ষিণ বাজারে ধাম, জগন্নাথ গুণধাম,
গুঁইবংশ সমুদ্ভুত॥
সেই জগন্নাথ সুত, হারাধন গুণযুত,
তস্যাত্মজ শ্রীগোপীচরণ। *
(হরি) নাম-সংকীর্ত্তনমালা, রচিতে অতি উথলা
কর হরি বাসনা পূরণ॥

* গ্রন্থকার অতি দৈন্যোক্তির সহিত বলিয়াছেন যে আমার পিতামহ ও পিতাঠাকুর মহাশয় গুণবান ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। আমি সেই নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণব-বংশে মহাপাষণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রতি কি শ্রীহরির করুণা হইবে? আমি কি এই "হরিনাম-সংকীর্ত্তনমালা" রচিতে সমর্থ হইব?

শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তিঃ।

শ্রীশ্রীহরিনাম

সংকীর্ত্তন-মালা।



(পদাবলী)

প্রথম স্তবক।



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক সংকীর্ত্তন

গৌরাঙ্গ-আবাহন।

জামাল।

গৌর একবার এস হে হৃদয় মন্দিরে।
(আমার হৃদয় মন্দির শূন্য আছে হে) ॥

একতালা)

এস হে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে করি।
মনের আনন্দেতে, তোমার সনে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করি ॥
নদেরচাঁদ নদে ছেড়ে, এস [illegible]ঝারে
গৌররূপ চক্ষে হেরে, মানব জনম সফল করি ॥

ভুবন-মোহন গোরা, মনোহরের মনোহরা,
ভাবেতে হয়ে বিভোরা, ধূলায় দিচ্ছ গড়াগড়ি ॥
ব্রজলীলা সাঙ্গ করে, গৌর হ'লে নদেপুরে।
রাধার প্রেম-ঋণ শুধিবার তরে, হয়েছ হে দণ্ডধারী ॥
যেজন মুখে গৌর বলে, তারকি ভয় ভবেরকূলে,
দ্বিজ সতীশে বলে দাও হে রাঙ্গা চরণ-তরি ॥ ১ ॥

২। (একতালা)

একবার এস হে নদীয়ার চাঁদ গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সঙ্গেতে অদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, দক্ষিণে মুকুন্দ বামে গদাধর ॥
জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে,
চাপাল গোপাল আদি তুমিত তরালে
পাষণ্ড দলন কৈলে অবহেলে, আমায় কেন বাম হৈলে বিশ্বম্ভর ॥
কৃপাকরি এস হরি সংকীর্ত্তনে,
সঙ্গে নয়ে শ্রীবাসাদি ভক্তগণে,
ও রাঙ্গাচরণ হেরিব নয়নে,
এই অভিলাষ মনে করি নিরন্তর ॥
ব্রজে ছিলে তুমি কালিয়া বরণ,
নবদ্বীপে গৌর হয়েছ এখন,
কটীতে পরেছকৌপীন বসন,
সোনার অঙ্গ তোমার ধূলাতে ধূসর ॥

তুমি ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু,
তুমি ভক্তিদাতা তুমি জগৎগুরু,
কি ভাব-অভাবে ধরেছ এভাব,
কার ভাবেতে দণ্ড-কমণ্ডলুধর ॥ ২ ॥

৩। (একতালা)

একবার এস নদীয়াবিহারী গৌরহরি।
জনমে জনমে যেমন তোমায় না পাসরি ॥
(নদেরচাঁদ হে গোউর) আমার হৃদয় মন্দির হয়েছে শূন্য।
একবার আসি উদয় হওহে শ্রীচৈতন্য ॥
গোউর আমিত ভজন হীন।
ওহে গোউর আমার কিসে যাবে দিন ॥
(শুহে গোউর) গোউর তখনি বলেছ তুমি।
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি ॥
(নদেরচাঁদ হে গোউর) যদি নদে ছেড়ে আসতে নার।
আমার হিয়ার মাঝে নদে কর ॥
নদেরচাঁদ হে ! তুমি একা যদি আসতে নার।
আমার গদাধরকে সঙ্গে কর ॥
(নইলে সাজবে না হে) ৩ ॥

শ্রীগৌর গীতিকা

৪। (ধরা—একতালা)

এস হে নদীয়ার চাঁদ শ্রীশচী-নন্দন। (দীনবন্ধু)
এস সংকীর্ত্তনের মাঝে,
(গৌর) দেখি তোমায় কেমন সাজে ॥
(গৌর) এই যে মধুর সংকীর্ত্তন,
এসে কর প্রেমের বরিষণ।
(গৌর) একা যদি আসতে নার
প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে কর,
(গৌর) তখনি বলেছ তুমি,
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।
(গৌর) তুমি যদি না আসিবে,
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে ॥ (দীনবন্ধু হে)
আমি দিয়াছি তোমার দায়, গৌর তোমার উচিত হয়,
(গৌর) আমি ভজনহীন তায় সাধনহীন,
ওহে আমার কিসে যাবে দিন ॥ (ওহে দিনবন্ধু হে) ॥৪ ॥

৫। (একতালা।)

এইবার আমায় দয়াকর শ্রীচৈতন্য-হরি।
দিয়ে চরণ তরি, ভব-বারি তরাও গৌরহরি ॥

গৌর ভজনহীনে, সাধনহীনে আর কে তরাবে তোমা বিনে।
বারেক দয়াকর নিজগুণে ওহে গৌরহরি ॥
তুমি পতিত পাবন নাম ধর, এ পতিতে দয়া কর,
ও রাঙ্গা নয়নে হের কৃপা দৃষ্টি করি ॥
চৈতন্য নাম ধর, তুমি অচেতনে চেতন কর,
আমায় ভবসিন্ধু পার কর হইয়ে কাণ্ডারী ॥
দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে নাও হে আমায় নায়ে তুলে,
পার হব অবহেলে ঐচরণ স্মরণ করি ॥

৬। (একতালা।)

এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই হে।
মোর সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই হে ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ করে থাকি আমি হে।
কৃপা করি উদ্ধারহ কৃপাসিন্ধু তুমি হে ॥
অশেষ পাপের পাপী ছিল জগাই আর মাধাই হে।
তা সবারে উদ্ধার কৈলে তোমরা দুটী ভাই হে ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ হে।
পুরীষের কীট হইতে আমি সে নিকৃষ্ট হে ॥
সংসার-ভুজঙ্গ যেন না দংশে আমায় হে।
জীবনে মরণে যেন তোমায় না পাসরি হে ॥ ৬ ॥

৭। (তাল একতালা)

আর কেউ নাই আমার ওহে গৌরহরি ॥
পার কর ভবসিন্ধু দীনবন্ধু দিয়ে রাঙ্গাচরণ-তরি ॥
দীনদয়াময় নাম শুনেছি, ঐ চরণ আশ্রয় লয়েছি।
ভবের কূলে দাঁড়ায়ে আছি তুমি তরাও তবে তরি ॥
তুমি চাপাল গোপাল তরালে, জগাই মাধাই দুটী
ভাইকে হরিনাম দিলে।
তুমি প্রহ্লাদে করিলে রক্ষে, হিরণ্যাক্ষে বিদারি ॥
দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে হরি নাও হে আমায় নায়ে তুলে।
পার হব অবহেলে গেয়ে তোমার নামের সারি ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের সুর)
একবার গৌর বল।
মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে একবার গৌর বল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নামটী মধুর লাগে বড় ভাল।
জপিতে জপিতে নাম হৃদয় করে আলো একবার গোউ বল ॥
নামটী রস ভাবে ভোরা শুধুই সুধাময়।
বদন ভরে বললে পরে পরাণ শীতল হয় ॥
একবার গোউর বল।
না জানি কুহক আছে গোরাঙ্গ নাম গানে ॥
গাহিতে গাহিতে নাম পুলক আনে প্রাণে।
একবার গোউর বল ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নামের সনে আছেন স্বয়ং গৌরহরি।
শ্রদ্ধাযোগে দেখতে পান তাঁরে প্রেমের অধিকারী,
একবার গৌর বল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম কি মিঠে জানেন ভক্তগণ।
হা গৌরাঙ্গ বলি তাই করেন রোদন
একবার গৌর বল ॥
নামের সনে মনে পড়ে সোনার মুর্ত্তিখানি।
আর মনেতে পড়য়ে সেই রাঙ্গা-পা-দুখানি ॥
নামের সনে মনে আসে নবনটবর বেশ।
এমনি গৌর নামের গুণ হয় ভাবের আবেশ ॥
গৌর গৌর বল ওরে ভাই প্রেমে মত্ত হয়ে।
গৌর তবে করবেন কৃপা রাতুল চরণ দিয়ে ॥
নিত্যধামে নিত্যলীলা দেখতে পাবে ভাই।
ঘুচে যাবে সংসারের খেলা, সেই লীলামৃত পাই ॥
গৌর বিনা গতি নাই ভাই নাম শুধু সম্বল।
করতালি দিয়ে একবার গৌরহরি বল ॥
অধম রে গৌর নাম বিনা তুই পার হবি কিসে।
অকপটে নাম করে লে' নেচে নেচে আর হেসে ॥
একবার গৌর বল ॥ ৮ ॥
(বৈষ্ণব-সঙ্গিনী হইতে উদ্ধৃত)

৯। (তাল একতালা)

আসি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন দয়াল হরি
অনর্পিত ধন বিলাবে বলে গোকুল-বিহারী ॥
গোলোকে গোপনে ছিল নিজগুণে প্রকাশিল।
এখন রাধা-কৃষ্ণ একই হোল জীবে দয়া করি ॥
রাধার প্রেম আপন মাধুরী, গোপীভাব অঙ্গীকার করি,
এখন হরি হয়ে বলছে হরি আস্বাদিতে নারি ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
আপনি আচরি ভক্তি জগতে শিখায় ॥
তাই অবতার হয়েছে কলি-জীবকে শিখাবার
লাগি অবতার হয়েছে।
তিন ভাবে ভাবিত হয়ে, নীলাচলে রইলেন গিয়ে।
জগন্নাথের শ্রীমুখ চেয়ে পড়ছে নয়ন-বারি,
শ্রীরাধার ভাব যেমন উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত ভাব প্রভুর হয় রাত্রদিনে ॥
(ভাব নিধি গৌরের ভাবের বিরাম নাই বিরাম নাই) ॥
সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দ, তাঁরা বলতেছিল কতই মন্দ।
ঘুচলো তাদের সে সব সন্ধ ষড়ভুজ রূপ হেরে ॥
দুই হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু দুই হস্তে ধনু।
মধ্য দুই হস্তে বাজায় শ্রীমোহন বেনু ॥
(ষড়ভুজ রূপ দেখায়ে ছিলেন রে।)
তাঁদের মনের সন্ধ দূর করবার লাগি) ॥

আপন করম দোষে, অধম জনা রইল বসে,
বারেক কৃপা করে এসে, সিঞ্চ প্রেমের বারি ॥ ৯ ॥

১০। (তাল একতালা।)

কানাই কোথা লুকালি ভাই করের মোহন বাঁশী।
যে বাঁশীতে রাধার নাম গাইতে দিবানিশি ॥
কোথারে তোর পীতধড়া কোথারে তোর মোহনচূড়া।
কেন হলি ব্রজছাড়া বলরে কাল-শশী ॥
কানাইরে তোর বাঁশী স্বরে, মৃতত‍রু মুঞ্জরে।
বইত যমুনা উজান ধরে গোপীর মন উদাসী ॥
কানাইরে তোর বাঁশীর গানে, পশুপাখী সবাই শুনে,
ধেনু ফিরেছিল বৃন্দাবনে, জানে ব্রজবাসী ॥
কাল অঙ্গ ত্যজ্য করে, গৌর হলে নদেপুরে,
আবার দণ্ড কমণ্ডলু করে, হয়েছ সন্ন্যাসী ॥
যে'তে গোষ্ঠ গোচারণে, বাঁশী বাজাইতে গহন বনে,
এখন হরিবল সংকীর্ত্তনে মুখে মধুর হাসি ॥ ১০ ॥

১১। (তাল একতালা।)

কানাই কি ব্রজে আসবে আর, এখন নবদ্বীপে অবতার।
ত্যজে কাল অঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ ডোরকোপীন করেছে সার ॥
এখন নাইকো মোহন বেশ, মুড়ায়েছে চাঁচর কেশ,
চূড়াধড়া ত্যজ্য করে হয়েছে যোগীর বেশ।

করে নাইকো বাঁশী কালশশী, কমণ্ডলু করেছে সার ॥
দাদা বলাই সঙ্গে জুটেছে, দোঁহে গৌর-নিতাই হয়েছে।
হারে রে রে ত্যজ্য করে হরি বলতেছে।
নাম যে জন নিচ্ছে তারে দিচ্ছে, জীবে কচ্ছে পারাপার ॥
দেখলাম কানায়ের ধারা, অতি আশ্চর্য্য ধারা,
রাধা রাধা বলছে সদা বইতেছে ধারা।
হয়ে মাতোয়ারা নব গোরা নব অনুরাগ হয়েছে তার ॥
ব্রজের ভাবে হইয়ে বিভোল, সদাই বলছে হরিবোল,
যারে দেখে প্রেমাবেশে তারে দিচ্ছে কোল।
দ্বিজ লম্বোদর কয় পাবকি কোল ঘুচলনা মনের আঁধার ॥

১২। (তাল একতালা।)

কানাই কি অভাবে গৌর হলি আমারে তা বল।
ব্রজের কি অভাবে কিসের লেগে ও ভাই চিকণ কাল ॥
করে লয়ে মোহন বাঁশী, বাজাতে ভাই কাল-শশী।
এখন ন'দেতে হলে সন্ন্যাসী ওরে চিকণ কাল ॥
তোরে ভাব ধরাল কোন ভাবিনী, না জানি সে কেমন ধনী,
পরাল ডোরকোপীন খানি দেখে যে প্রাণ গেল ॥
গোষ্ঠে যেতে রাখাল সনে, ধেনু ফিরাতে বনে বনে।
আমরা করতাম কাঁধে মনের সাধে পেতাম চরণ ধুলো ॥
(আঁখর)—কত আনন্দ হয়েরে, করতাম কাঁধে,
মনের সাধে কত আনন্দ হয়েরে ॥

বনে বনে বেড়াইতাম বন ফুল তুলিয়ে।
বিনা সূতে গেঁথে হার দিতাম তোমার গলে।
দেখি কেমন সাজেরে বনমালীর গলে বনমালা
কেমন সাজে রে॥
বনে বনে বেড়াইতাম বন ফল তুলিয়ে।
খেতে খেতে মিঠা হলে রাখতাম ধড়ার অঞ্চলে।
বলি কানাই খাবেরে, সুমধুর সুমিষ্ট ফল কানাই খাবেরে,
এঁঠোফল আর মিঠাফল কানাই খাবে রে॥)

১৩। (তাল একতালা।)

গোরা যায়রে সুরধুনীর তীরে হরি বোলে যায়
হরিবোলে যায় রে হরে কৃষ্ণ বলে যায়॥
সোণার অঙ্গে নামাবলী কতই শোভা পায়।
চৌদিগেতে খোল করতাল আনন্দে বাজায়॥
রাঙ্গাপায় সোণার নূপুর বেজে বেজে যায়।
ভাবাবেশে ঢলে পড়ে এ উহার গায়॥

১৪। (তাল একতালা।)

কেন হলো গোরা-অবতার মুরারে এই কথা বল বল হে।
মুরারে তোমারে হে শুধাই কেন,
তুমি গোরার সকল জান হে॥
(আঁখর)—আমি শুনিতে বড় ইচ্ছা করি।
মুরার বল আমায় কৃপা করি হে॥

যে অঙ্গে চন্দন দিতে ভয় করি,
কিসের লেগে সে অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি হে ॥
যে অঙ্গে চন্দন শোভা পায়,
কেন কিসের লেগে সে অঙ্গ ধূলায় লোটায় হে ॥
যে নাগর শত কোটী গোপী সঙ্গে, রাস কৈল নানা রঙ্গে,
কেন কিসের লেগে সে আবার ছাড়ি নাগরালী বেশ
এখন ভ্রমি বেড়ান দেশ বিদেশ হে ॥
কি আশায় সে আবার একটী আশা ঝুলি কাঁধে নিল,
আবার রাধার প্রেমের ভিখারী হলো,
রাধা বলে,
ভেসে যায় নয়নের জলে হে ॥
কেন ত্যজ্য করে মোহন চূড়া,
কিসের লেগে নদেয় হলো নেড়া মুড়া হে।
কেন ত্যজ্য করে মোহন বাঁশী, ন'দেয় হ'লে সন্ন্যাসী হে।
ওহে তোমার যে কটীতে ঘুঁঘুঁর বাজে,
তাহে কি ডোরকৌপীন সাজে হে ॥
মুরার কি শুনি হে হায় হায়, এসব দুঃখ কি সহা যায় হে

১৫। (তাল একতালা।
তোমরা দুভাই বড় পরম দয়াল হে ওহে গৌর নিতাই।
আমিত ভজনে খাট, গৌর তুমিত দয়াল বট হে ॥

আমি ভজনহীন তায় সাধনহীন, গৌর আমার কিসে
যাবে দিন হে ॥
আমি শুনেছি বৈষ্ণবের মুখে, তোমায় প্রেম দাতা বলে
লোকে হে ॥
গৌর তুমি তরালে তরাতে পার তবে আমায় কেন
হেলা কর হে ॥

১৬। (ধবাতেওট্।)

কি আনন্দ নদেপুরে নিশি পোহাইল।
প্রেমের পসরা লয়ে জীবের ভাগ্যে গৌর এল ॥
বিংশতি ভাব অঙ্গে মাখা, কাল অঙ্গে আছে ঢাকা।
তাহে স্বর্ণ-পঞ্চালিকা কলি-জীবের চিত্ত চিত্ত হরে নিল ॥
সঙ্গে নিতাই অবধৌত গদাধর আর শ্রীঅদ্বৈত,
ব্রজ লীলা সম্বরিয়ে, নদেয় এসে হরি বলে কাঁদাইল ॥
(গৌর আপনি কাঁদে জগত কাঁদায়)

১৭। (ধরাতেওট্।)

কি হেরিলাম রামানন্দ জলধি জলে।
ভাবেতে আবেশ হয়ে, কেঁদে কেঁদে গৌর বলে ॥
স্বপনে আমারি মন, গিয়ে ছিল বৃন্দাবন,
কি হেরিলাম অপরূপ—রাই যেন শ্যামচাঁদের কোলে ॥

নীলপদ্ম ভাসি আসি, স্বর্ণ-পদ্মাসনে মিশি,
যেন অমিয়া পড়িছে খসি, যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥

১৮। (পাঁচতালি ধরা।)

কাঙ্গাল কি তোর কেউ নহে নদেরচাঁদ হে গৌর।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধব রাত্রি দিনে হে গৌর ॥
তুমি জগন্নাথ জগতের নাথ, আমি কি জগতের বার
হে গৌর
তুমি সরোবর গৌর-কিশোর, কবে হব ঐ সরবরের মীন
হে গৌর ॥
একদিন গোদাবরীর তীরে রামানন্দ সনে, দিয়েছিলে
প্রেমের ঢেউ হে গৌর ॥

১৯। (তাল একতালা।)

কহ কহ রামানন্দরায় করি কি উপায়।
কি ধন দিয়ে শুধব, রাধার প্রেম-ঋণ হলাম দায় ॥
রাধা-প্রেমের ঋণ শুধিতে অবতীর্ণ নদীয়াতে,
তবু খালাস পাইনা থতে কি করি বল উপায় ॥
যে ধন চূড়া বাঁশী ছিল, রাধার প্রেমের বন্যায়
ভেসে গেল।
এখন কি করি বল ওহে স্বরূপ রামরায় ॥
রামানন্দ তুমি সাক্ষী রাধা প্রেমের আছে বাকী,
ষড়ৈশ্বর্য্য ত্যজ্য করে ছিন্ন কাঁথা অঙ্গীকার ॥

২০। (তাল একতালা।)

আজ ব্রজে রাই রূপের সন্ন্যাসী এসেছে।
রাধা রাধা রাধা বলে ধূলায় পড়ে কাঁদতেছে ॥
কি দিব রূপের তুলনা, বরণ যেমন কাঁচাসোনা।
নয়ন দিলে আর ফিরে না, তায় নিমিখ বাদী হয়েছে
দেখে যা সন্ন্যাসীর ধারা, কোটীতে ডোরকোপীনপরা,
কাল অঙ্গ হয়েছে গোরা, নয়ন বাঁকা রয়েছে ॥
একবার যায় রাস মণ্ডলে, নাচে দুটী বাহু তুলে।
রাধা রাধা রাধা বলে নয়ন জলে ভাসতেছে ॥

২১। (তাল একতালা।)

আমার মন ডুবরে শ্রীচৈতন্য-লীলা-সরোবরে।
কেন উঠুডুবু করছরে মন সংসার-সাগরে ॥
সংসারের পারাপার হয়ে, অক্ষয় সরোবরে গিয়ে,
সেথা হংস চক্রবাক হয়ে, মন বিহার কর নীরে ॥
যত কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তগণ, তাঁরা সরোবরে হয় পদ্মবন
তার মধু কর আস্বাদন, তৃষ্ণা যাবে দূরে ॥
কৃষ্ণ লীলা-মৃত-সার তার শত শত ধার,
দশদিক বহে যার প্রেমের পাথারে ॥

২২। (ধরা পাঁচতালা।)

আমরা তাই গৌরকে ডাকি,
প্রিয়সখি! যাঁরে হেরলে জুড়ায় তাপিত আঁখি।

শুধুই গৌর নয়, ব্রজে কাল-অঙ্গ হয়,
রাধার প্রেমে সদাই ঝুরছে আঁখি ॥
ব্রজে কাল ছিল নদেয় গৌর হল,
গোপীর ভাবে অঙ্গ মাখমাখি।
গোসাঞিও শ্রীদাম লালে কয়,
গৌর রসময়, তাঁরে সদাই হৃদ্-কমলে রাখি ॥

২৩। (তাল একতালা।)

আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়,
হরিসংকীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
মাধাই মেরেছে কলসীর কানা,
ওরে মাধাই তা বলে কি নাম দিব না ॥
মাধাই মেরেছে মার আবার খাব,
তবু তোরে প্রেম দিব আয় আয়।
মাধাই তোমরা দুভাই জগাই-মাধাই,
ওরে আমরা দুভাই গৌর-নিতাই আয় ॥
মাধাই তোরে হরিনাম দিয়ে,
ওরে নীলাচলে রইব গিয়ে আয়।
মাধাই গঙ্গাজলে স্নান কর,
হরিনামের মালা গলায় পর ॥
মাধাই তোরে হরিনাম দিব,
দিয়ে সংকীর্ত্তনে নাচাইব আয় ॥

২৪। (তাল একতালা।)

গাওরে গৌরাঙ্গের গুণ ভাই! এমন জনম হবে নাই।
গৌর বিনে ত্রিভুবনে আর জীবের গতি নাই॥
ছিল ব্রজেতে, এখন এল ন'দেতে,
নদেবাসীর ঘরে ঘরে প্রেম বিলাতে।
ব্রজে ছিল কানাই বলাই নাম হ'ল গৌর নিতাই॥
গৌর লয়ে ভক্তগণ, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
স্থাবর জঙ্গম আদি সবে করিছে রোদন।
কত মহাপাপী উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
এমন মধুর নাম ছেড়ে, ভবে রইলিরে পড়ে,
কত না যন্ত্রণা পেলি মায়ের জঠরে।
কেবল আসা যাওয়া সার হোল তোর
সার বস্তু চিনলি নাই॥
ছিল স্বরূপ সনাতন, তাদের গৌরগত মন,
গৌর-রূপ সায়রে ডুবে তুলেছে রতন।
রত্নমালা গলায় পর শমন ভয় আর রবে নাই॥
গৌর নেয়ে হয়েছে, নিতাই হাল ধরেছে
হরি বলি হরিদাস বেয়ে চলেছে।
রাধা কৃষ্ণ ব'লে পার হবি মন! পারে কড়ি লাগবে নাই॥
যখন ছিলি মায়ের জঠরে, কত যন্ত্রণায় পড়ে,
ঊর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে দুটী কর জুড়ে।

বলেছিলে এইবার আমায় পার করে দাও
আর চরণ ভুলব নাই ॥
ভবেতে এলি, হায় কি কাজ কর্‌লি
মিছামায়া গলায় বেঁধে জনম গোঁয়ালি।
দ্বিজ গনেশ বলে অন্তিমকালে যেমন প্রভুর চরণ পা

২৫। (তাল একতালা।)

গিয়ে সুরধুনী নামের ধবনি দিচ্ছে গোরা রায় গো।
ধ্বনি শুনলে তোরা হবি উন্মাদিনী পাগলিনী প্রায় গো
নদের বালক সঙ্গে করে, গৌর নাচ পেতেছে গঙ্গাতীরে
সুরধুনী গেলে পরে ঘর আসা হয় দায় গো ॥
রাধা নামে কে এক ধনী, তারি নামে দিচ্ছে ধ্বনি,
উজান বয়ে সুরধুনী পড়ছে রাঙ্গা পায় গো ॥
গৌর অঙ্গে গোরচনা, চাইলে নয়ন বাগ মানেনা,
পাপ নয়ন বলে জলকে চ'না, কি করি উপায় ॥

২৬। (পাঁচতালা ধরা।)

গৌর নাম যাঁর নদেপুরে একবার ডাক দেখি মন তাঁরে।
দীন-দয়াময় অধম-তারণ, এমন হয় না কোন অবতারে ॥
নন্দের নন্দন বংশীবদন, পূর্ণচন্দ্র উদয় শচীর ঘরে।
সেই জলধর নদেয় বিশ্বম্ভর, সংকীর্ত্তন করেন নদেপুরে ॥
সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি আনলেন যাঁরে হুহুঙ্কারে।
রসিকশেখর পরম করুণ নামে বনের পশু তারাও ঝুরে ॥

২৭। (তাল একতালা।)

গৌর গোবিন্দ উদয় ন'দে, নিতাই বলরাম রে আমার।
(হে ওহে নদের চাঁদ গৌর)
বাঁশী বাজাতে হে যে বদনে, এখন হরি বল সংকীর্ত্তনে॥
কোথায় গোপবেশ বেণুকর, হায় হে, কোথায় নব
কৈশোর নটবর।
তোমার যে কটীতে ঘুঁঘুঁর বাজে, ওহে গৌর তাহে
কি ডোরকৌপীন সাজে॥
এখন নাই চূড়া নাই বাঁশী হায় হে, এখন ঘুচেছে
চাঁদ মুখের হাসি॥

২৮। (তাল একতালা।)

গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের খেলা, ত্বরা আয় কে দেখতে যাবি গো
শ্রীগৌরাঙ্গের খেলা দেখে, আমার মন হলো বিভোলা গো॥
সকল বালক লয়ে গৌর করে নানা খেলা গো।
উন্মত্ত হইয়ে নাচে তাদের গায়ে মাখা ধূলা গো॥
আমি সুরধনী গেছলাম ধনী ক'রে জলের ছলা গো।
যার নয়নে লেগেছে নয়ন, তার ঘুচলো সকল জ্বালা গো॥
সকল বালকের গলে হেরি বন ফুলের মালা গো।
গৌরাঙ্গের ঘেরিয়ে নাচে ঘন হরিবলা গো॥

২৯। (তাল একতালা।)

চলরে সুরধুনীর তীরে যাই।
ওরে আয়রে মাধাই গুণের ভাই॥
হরি বোলছে গোরা, ভাবে ভোরা ঐ শুনা যায় ভাই রে।
প্রেমে মাতোয়ারা নব গোরা সঙ্গে চাঁদ নিতাই রে॥
ওরে আমরা দুভাই অশেষ পাপী পাপের অন্ত নাই রে।
ও সে নিতাই চাঁদের দয়া বিনে আর গতি নাই রে॥
যারে কলসীর কানা মেরেছিলি সেইত নিতাই রে।
ও সে মার খায় আর দয়া করে জাতের বিচার নাই রে॥
গিয়ে হেরব সেরূপ নয়ন ভরে আমরা দুটী ভাই রে।
যারা ব্রজে ছিল কানাই বলাই নাম গৌর নিতাই রে॥

৩০। (তাল একতালা।)

জীব আয় আয় কে প্রেম নিবি আয় রে।
দয়াল নিতাই চৈতন্য ডাকে রে॥
আমি তোদের তরে প্রেম এনেছি রে।
প্রেম দিব তার দাম লব না রে॥
এ প্রেম কোন যুগে ছিল না রে।
আমি গোলক হতে এনেছি রে॥
প্রেম আচণ্ডালে বিলাইব রে।
কারেও বাকী রাখব নারে॥

৩১। (তাল একতালা।)

জীব তরাতে দয়াল গৌর এসেছে।
হরিনাম যারে তারে বিলায়েছে ॥
(ধর নাও বলে) মধুর হরিনাম ভাবেতে বিভোল,
বদনে বলছে হরিবোল, যারে তারে দিচ্ছে কোল।
হরিবোলে বাহু তুলে গৌর সংকীর্ত্তনে নাচতেছে ॥
(হরি হরি বোলে)
রায় রামানন্দ, মুরারি মুকুন্দ লয়ে ভকত বৃন্দ,
গদাধরের বদন হেরে, গৌর প্রেমানন্দে ভাসতেছে ॥
(কিশোরী-ভাবে)
বয়সে নবীন, তার মাঝা অতি ক্ষীণ,
কোটীতে পরা ডোরকৌপান।
রাই-ভাবে মুড়ায়ে মাথা, গৌর আমার দণ্ডধারী হয়েছে
(কিশোরীর ভাবে)

৩২। (তাল একতালা।)

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥
এস শান্তিপুরবাসী আমার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
(সেইত গোউর এনেছিলে গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে)
জয় স্বরূপরূপ সনাতন রায় রামানন্দ ॥

জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ ॥
পাঁচ পুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
মোরে কৃপা করে দাও গৌর পদারবিন্দ ॥

৩৩। (তাল একতালা)

যাদের হরি বোলতে নয়ন ঝরে তারা দুভাই এসেছেরে।
যারা মার খায়আর প্রেম যাচে তারা, তারাই দুভাই এসেছে রে ॥
যারা মা যশোদার নয়ন-তারা তারা, তারাই দুভাই এসেছেরে।
যারা গোঠে মাঠে বেড়াইত তারা, তারাই দুভাই এসেছেরে ॥
যারা গোলকে গোপনে ছিল তারা, তারাই দুভাই এসেছেরে।
যাদের সর্ব্বজীবে সমান দয়া তারা, তারাই দুভাইএসেছেরে ॥
যারা ব্রজে ছিল কানাই বলাই তারা, তারাই দুভাই এসেছেরে
যারা ব্রজে ছিল ননীচোরা তারা, তারাই দুভাই এসেছেরে ॥

৩৪। (তাল একতালা।)

প্রেমধন বিলায় রে গোরা রায়।
ও চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয় আয় ॥

ক্ষণে লম্ফ, ক্ষণে ঝম্প, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
গৌর গদাধরের বদন হেরে পড়িছে ধূলায়॥
হরিনামের ধ্বনি শুনে যত পাষণ্ড পলায়।
কে লবি কে লবি বলে প্রেমধন যাচিয়ে বেড়ায়॥
প্রেম-পসরা লয়ে মাথে দয়াল চৈতন্য বিলায়।
বিনামূলে প্রেম দিয়ে কীর্ত্তনে নাচায় (হরিবোলে)
প্রেম পসরা হোল ভারি, প্রেমের বোঝা আর
বহিতে নারি, আর।
তোদের বিনামূলে প্রেম দিব আয় কে লবি আয়॥

৩৫। (তাল একতালা।)

(বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের সুর)

নদীয়ার মাঝে প্রেম-বিভোরা গৌর নাচে।
গৌর নাচে গৌর নাচে প্রেমে মত্ত গৌর নাচে॥
কেউ বলে গো শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন-বরণ।
কেউ বলে গো শ্রীগৌরাঙ্গ বৈভব-লক্ষণ॥
কেউ বলে গো নামে পাগল নাচে হাসে কাঁদে।
কেউ বলে পড়েছে গোরা পিরিতের ফাঁদে॥
কেউ বলে গো গৌরচন্দ্র নবীন সন্ন্যাসী।
কেউ বলে গো প্রেমের দায় হয়েছে প্রবাসী॥
কেউ বলে গো গৌরচন্দ্র কাঁদে কৃষ্ণ বলে।

কেউ বলে গো অনুরাগে ভাসে নয়ন জলে ॥
কেউ বলে গো গৌরচন্দ্র জগত মাতালে ।
কেউ বলে মাধুর্য্য প্রেম জগতে শিখালে ॥
কেউ বলে গো শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমানন্দে ভাসে ।
কেউ বলে রসময়-ভাব মগ্ন ব্রজরসে ॥
কেউ বলে গো শ্রীচৈতন্য মহাযোগীবর ।
কেউ বলে গো রসিক গোরা রসের সাগর ॥
কেউ বলে গো শ্রীচৈতন্য ভব-পারের ভেলা ।
কেউ বলে শ্রীরাধা-বল্লভ ব্রজে করে খেলা ॥
কেউ বলে গো কৃষ্ণ-চৈতন্য ভক্ত-প্রেমে বাঁধা ।
কেউ বলে শ্রীরাধার প্রেমে শিরে ধরে বাধা ॥
কেউ বলে গো গৌরচন্দ্র সরল প্রবীণ ।
কেউ বলে কপট শঠ, চতুর নবীন ॥
কেউ বলে গো গৌর-রূপে নদে করে আলো ।
কেউ বলে গো বৃন্দাবনে গৌর ছিল কাল ॥
কেউ বলে গো গৌর-রূপে জগত মাতালে ।
কেউ বলে গো বৃন্দাবনে অবলা মজালে ॥
কেউ বলে গো গৌরচাঁদ জগত-মোহন ।
কেউ বলে গো গোপবালার হিয়ার রতন ॥
কেউ বলে গো গৌর-রূপে পাগল করিল ।
জ্যোতীশ কয় ঐছন রোগ আগেতে যে ছিল ॥

৩৬। (একতালা।)

ভজে লে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ঐ দুজনে।
এমন দয়াল প্রভু আর হবে না ত্রিভুবনে ॥
তাদের গুণ শ্রবণ করে, দিবানিশি আঁখি ঝুরে,
তখন জন্ম হলে পরে, পড়তাম গিয়ে শ্রীচরণে ॥
এসে তারা ন'দেপুরে, নাম বিলায় যারে তারে,
অধম চণ্ডাল আদি করে, তরাইল জনে জনে ॥
জগাই মাধাই পাপী ছিল, নিজগুণে উদ্ধারিল।
মার খেয়ে প্রেম দিল জাতের বিচার নাই মানে ॥
অকুলের কাণ্ডারী হরি, তোরে দিবেন চরণ তরি,
সেই চরণ আশ্রয় করি, পার হবি ভব-তুফানে ॥
আপনার করমের ফলে, ডাকলাম নারে গৌর বলে,
কি হইবে অন্তিম কালে, ভেবে তা দেখলাম না মনে ॥

৩৭। (পাঁচতালি।)

বিনয় ক'রে রামানন্দ গৌরাঙ্গে বলে।
ওহে ব্রজে যাওয়া কেমন কথা আমায় রেখে নীলাচলে ॥
স্থির কর মন, জগন্নাথের রথ-যাত্রা কর দরশন।
আমার বাসনা পুরাতে হবে, ওহে যদি যাবে ব্রজ-মণ্ডলে ॥
কাঙ্গাল রামরায়, গৌর যাবার কথাশুনে ধূলাতে লোটায়।
বদন পানে চেয়ে কাঁদে ভাসে দুটী নয়ন জলে ॥

৩৮। (তাল একতালা।)

হরি বলে কে নদের বাজারে মাধাই যারে, জেনে আয়রে।
হরি বোলে কেবা যায় গৌর না নিতাইরে ॥
তাথৈ তাথৈ বাজে খোল, কে নাচে কে গায়রে।
ঐ হরিনাম মধুর ধ্বনি সিংহের গর্জ্জন শুনিরে ॥
নাম শুনে শ্রবণ মাতায়ল মন হলো পাগল রে।
ঐ শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি নদের ঘরে ঘরে রে ॥
শুনে নামের ধ্বনি সুরধুনী উজান বেয়ে বয় রে।

৩৯। (তাল একতালা।)

হরিবোল বলে গৌরহরি।
(গৌর আর কিছু বলবেনারে ,
গোরার বিংশতি-ভাব-ভূষণ মাখা, প্রেম অঙ্গ হলে ভারি,
গোরার একধারা বেয়ে পড়ে, আর একধারা সঞ্চারে।
গৌর মুখে বলে হরি হরি,
গৌর হৃদে জপে রাই কিশোরী ॥
গোরার দুনয়নে পড়ে ধারা যেমন মন্দাকিনীর পারা,
গোরার একি পুলকের ছটা, যেমন শিমুলের ক
গোরার নয়ন বেয়ে পড়ে জল,
যেমন প্রেমের গাছে হেমের ফল ॥

৪০। (একতালা।)

হরিবোল ব'লে গোরা ঢলে ঢলে নেচে যায়।
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু বাজে নূপুর রাঙ্গাপায়॥
গোরাচাঁদ হরি ব'লে পুলকে জাহ্নবী খেলে
প্রেমের তরঙ্গ তুলে রাঙ্গা চরণে লুটায়॥
যে বলে হরি হরি, তার কাছে নাচে ঘুরি,
কিবা রূপ মরি মরি হেরে শশী লাজ পায়॥
নদের বালক মেলি, প্রেমে দেয় করতালি।
নাচে দু'বাহু তুলি কত রসে ভেসে যায়॥

৪১। (একতালা।)

হরি বোল হরি বোল হরি বলেরে গৌরাঙ্গ আমার।
হরি বোল হরি বোল, যে নামে ধ্রুব প্রহ্লাদ
হয়েছে বিভোল,
নব নব নব বালক সঙ্গে, গৌর নাচিছে ভাণ্ডুর ভঙ্গেরে।
কে রে শচীসুত গোরা, ভাবেতে বিভোরা যারে দেখে
তারে ধরি দেয় কোল॥

চন্দনে চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
অলকা আবৃত শ্রীমুখ-মণ্ডল রে
চেয়ে দেখরে গগন পানে, গৌর দরশনে,

রাহুর মনেতে লেগেছে গোল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি বদনেতে বলছে হরি রে।
চেয়ে দেখ রে শান্তিপুরে, শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে,
তা তাথৈ তা তাথৈ বাজিছে খোল ॥

৪২। (তাল একতালা)।

হরি বোলে নাচে রে নব গোরা রাই-প্রেমে ভোরা।
অদ্বৈত বাজায় খোল, চাঁদ নিতাই বলে হরিবোল
রাধার ভাবেতে নাচেন হয়ে মাতোয়ারা ॥
(ভাল নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার)
স্বরূপ রায় রামানন্দ, সঙ্গে নাচেন শ্রীনিত্যানন্দ,
চৌদিকে ভকতবৃন্দ মধ্যে নাচে গোরা ॥
(আহা রে ও চাঁদ গৌর আমার)
ব্রজের বালক লয়ে, চাঁদ নদেপুরে আসিয়ে,
কাল অঙ্গ গৌর হলো রাই-প্রেমে ভোরা ॥
দীন হীন কাঙ্গালে কয়, এ কথা অন্যথা নয়
সেই গোউর সেই কৃষ্ণ রাধার মন চোরা ॥
অদ্বৈত আদি করি,
(নাচে খণ্ডবাসী নরহরি)
চৌদিকে ভকত ঘেরি মধ্যে নাচে গোরা ॥

৫৩। (তাল একতালা।)

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে।
গৌর নাচে গৌর নাচে নিতাই বেড়ায় কাছে কাছে ॥
নাচে রে অদ্বৈত আমার হেম-গিরি মাঝে।
গোরার রাঙ্গাপায় সোণার নূপুর রুণু ঝুনু বাজে ॥
থে'ক রে বাপ নরহরি, চাঁদ গৌরের কাছে।
গোরার রাধারসের গড়াতনু ধূলায় পড়ে পাছে ॥
(নদের কঠিন মাটি রে)

৫৪। (তাল একতালা।)

শচীনন্দন মম জীবন। (তুমি আমার জীবন—জগত জীবন)
গৌর বারে বারে ডাকি আমি।
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ শুনেও না শুন তুমি ॥
গৌর সংকীর্ত্তন রয়েছে শূন্য, আসি বিরাজ কর শ্রীচৈতন্য,
গৌর বারে বারে ডাকব কত,
যেমন নাচাও ছায়ালের মত।
গোউর ভব-নদীর মৌজা ফুটে, তা দেখে প্রাণ কেঁদে উঠে ॥
গৌর ভব-নদীর বিষম ঢেউ, পার করিতে নাই কেউ।
গৌর আগেতে বলেছ তুমি,
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি ॥

গৌর একা যদি আসতে নার,

প্রাণের গদাধরকে সঙ্গে কর।

যদি নদে ছেড়ে আসতে নার, আমার হৃদয় মাঝে নদে কর॥

৪৫। (একতালা।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার ধন্য।

অবতার ধন্য দয়াল নিতাই গৌর ধন্য॥

তোমরা কেউ শুনেছে কোন কালে ও সে মার খায়

আর দয়া করে।

তোমরা কেউ শুনেছ কোন সংসারে,

পাপী দেখলে উদ্ধারে॥

তোমরা কেউ শুনেছ কার মুখে,

পাপীর পাপ মাগে ডু'কর পেতে॥

ধন্য কলি যুগ ধন্য যাতে নিতাই গৌর অবতীর্ণ।

ধন্য শচীঠাকুরাণী যার গর্ভে গৌর গুণমণি॥

৪৬। (তাল একতালা।)

কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।

ভজ হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম, বল মুখে অবিরাম,

যদি পাবি ব্রজে রাধাশ্যাম যাবে নিরানন্দ।

ভজ রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥

ওরে মন দুরাচার, গুরুপদ কর সার,

যদি ভবসিন্ধু হবি পার ভজ গৌরচন্দ্র ॥

(বল আমাদের আর কি ধন আছে। এই কলিযুগের মাঝে ॥

নিতাই গৌর বিনে। এইত মোদের ভজন সাধন।)

৪৭। (তাল একতালা।)

ওরে ওরে নরহরি, কোথা গৌরহরি, সত্য ক'রে বল শুনি।

না দেখে গৌর চাঁদে, প্রাণ মোর কাঁদে,

মণিহারা যেমন ফণি ॥

গত নিশিশেষে, নিদ্রার আবেশে, কুস্বপ্ন দেখেছি আমি।

যেমন নিমাই চাঁদ মোর, হলো নদের বাহির,

কহিছেন মালিনী ॥

শ্রীবাস-মন্দিরে, নাই দেখি কারে, না শুনি কীর্ত্তনধ্বনি।

নিমাই) না ব'লে আমারে, গেল কোথাকারে,

কোথা গেলে পাব আমি ॥

এ বৃদ্ধবয়সে, যাব কোন দেশে, বরং অনলে পশিব আমি।
শুনে সন্ন্যাসের কথা, মনে পাই ব্যথা,
বুঝি হলাম গৌর-কাঙ্গালিনী ॥
নারি সে দুঃখ ভুলিতে, জাগিছে হিয়াতে,
একে বিশ্বরূপ গিয়াছে চলি।
পাছে সেই দশা মোর, করে বাপ গৌর,
সদা সেই ভয় মনে গণি ॥
কে মুড়ালে (চাঁচর) কেশ, কে ঘুচাবে বেশ,
কে মন্ত্র দিলরে কাণে।
(বাছার) এ নব্য-বয়সে, কেমন সাহসে,
অঙ্গে পরাল কৌপীনখানি ॥

৪৮। (তাল একতালা।)

ন'দের বাজার দিয়ে দেখ ওই নেচে যায়।
গৌর নেচে যায়রে আমার নিতাই নেচে যায় ॥
বাহু তুলে হরি বলে তারা বলে সবে আয়।
মাতিয়ে মাতিয়ে পড়ে এ উহার গায় ॥
সুধামাখা হরি নামে (ভাই) চৌদিকে মাতায়।
প্রেমানন্দে প্রেমানন্দ সকলে বিলায় ॥
রুণু ঝুণু বাজে নূপুর যুগল রাঙ্গা পায়।
যত ভক্তবরে রজ'পরে (ভাই) গড়াগড়ি যায় ॥

কি আনন্দ শোভে মরিরে আজি নদিয়ায়
যত পাপী তাপী মগ্ন হল প্রেমেরি বন্যায় ॥
অনর্পিত প্রেম-সুধারস, দুই ভায়ে ছড়ায়।
সে প্রেম তরঙ্গ-রঙ্গে নীলাচলে ধায় ॥
অরুণ বসনে গোরাতনু শোভা পায়।
নীলবাসে কিবা ভাসে নিত্যানন্দ রায় ॥
সুধার কলস লয়ে তারা অমিয় বিলায়।
সে অমৃত-পানে সবে প্রেমে ডুবে যায় ॥
গৌর-নিতাই-কল্পতরুর শীতল ছায়ায়।
কে জুড়াবি আয়রে ছুটে আয়রে ছুটে আয় ॥
প্রকট নর্ত্তন-লীলা না দেখিনু হায়।
চিত্তপটে আর চিত্র-পটে দুজনে নেচে আয় ॥
দেখ ওই নেচে যায়।
("প্রেমের-ডালি" হইতে উদ্ধৃত

৪৯। (কীর্ত্তনেরসুর, তাল একতালা।)

তুমি হে গৌরচন্দ্র।
ভকত-হৃদয়-মানস-রঞ্জন, নিখিল ভুবন-বন্দ্য ॥
তুমি শচীর দুলাল, পরম দয়াল, গৌরকান্তি অঙ্গ।
পতিত তারিতে, নাম বিলাইতে, কত না করিলে ঢঙ্গ ॥
দিলে জাম্বূনদ হেম, সুনির্ম্মল প্রেম, দেখালে রসের রঙ্গ।
তুমি গৌরসুন্দর, জগ-মনোহর, নদীয়া-গগণচন্দ্র ॥

গভীর আঁধারে, দূরে অতি দূরে, হইয়ে আছি যে অন্ধ।
তুমি ত্রিলোক-আলোক নাশ দুঃখশোক,
ঘুচাইয়ে দাও হে ধন্দ ॥
তোমারি দত্ত, এ মোর চিত্ত, সন্তাপে হয়েছে অন্ধ।
তুমি রসিক-নাগর, রসের সাগর, দাওহে প্রেমের বিন্দ ॥
তোমার করুণার একবিন্দু সঞ্চারে, লভিব পরমানন্দ।
মধুর ঝঙ্কারে গাহিব সঙ্গীত দাও হে পদারবিন্দ ॥
আমি দীন হীন, সদাই মলিন, তুমি হে আনন্দ-কন্দ।
বহুদিন হইতে, চেয়ে আছি আশা পথে, দাওহে পদ দ্বন্দ্ব ॥
ওহে বিপদ-বারণ, অধম তারণ, ছাড়হে চাতুরী রঙ্গ।
হে করুণাকর, দীনে দয়া কর, দূর কর ভব-বন্ধ ॥
হে আমার গৌরচন্দ্র ॥
প্রেমের ডালি)

৫০। (তাল একতালা)।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব ত্রাহিমাং।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কেশব রক্ষ মাং ॥
(এ নাম গৌর বলরে।) (বলরে দক্ষিণের পথে)
গৌর চায় গোদাবরীর পানে।
ধারা বহে দু'নয়নে ॥
এক বার দেখা দাও হে রাম রায়।
নইলে আমার প্রাণ যায় হে ॥

সার্ব্বভৌম ক'য়ে দিল মোরে।
তব সঙ্গে মিলিবারে ॥
তুমি কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী।
তব মুখে শুনিতে বড় বাঞ্ছা করি ॥

৫১। (তাল একতালা।)

(মাধাই)হরিবোল হরিবোল ব'লে কে যায় নদের
বাজার দিয়ে।
একবার যারে মাধাই জেনে আয়রে ॥ (ওরে হরি বোলে)
কেবা যায় মাধাই হরিবোলে। কেবা যায় ওরে গৌর
যায় না নিতাই যায়রে ॥
ওরে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়
দেখরে নূপুর পঞ্চম গায় রে ॥
(ওরে নগর দিয়ে)
হেঁটে যায় গৌর ঢলে পড়ে নিতাইয়ের গায়ে রে।
কলসীর কাণা মার্‌লি নিতায়ের গায়।
দেখরে রক্তে অঙ্গ ভেসে যায় রে ॥ 
(জগাই বলে ওরে মাধাই)
ভাই এমন রূপ ত কভু দেখি নাই রে ॥
(মাধাই বলে)
ওরে জগাই ভাই এমন নাম ত কভু শুনি নাই রে
(দয়াল নিতাই গৌর)

৫২। (পাঁচতাল।)

এ সময় একবার ডাক দেখি মন তাঁরে।
তাঁরে ডাকলে গৌর আস্‌তে পারে (ও সে দয়াল বটে ॥)
তাঁর নাম-চিন্তামণি, চৈতন্য আপনি, জীব তরাতে
এলেন নদীয়াপুরে ॥
গোলোকের ধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, জীবে দিছে।
দুটী করে ধরি ॥
এ সময় একবার ডাক দেখি মন তাঁরে,
আমার মন হ'ল মাতঙ্গ,
পেয়ে কামিনীর সঙ্গ,
আপনি ডুবিয়া শেষে ডুবায় আমারে ॥
আমার এই দেহ-তরি, পাপে হইল ভারী,
ডুব্‌লে মিল্‌বে না তার কূল কিনারে ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক-সংকীর্ত্তন।



"নিতাই ভাসায়ল গৌড় দেশ রে।
আর যে বাকী রাখবে নারে॥"

১। (তাল একতালা।)

কি মধুর সুমধুর হরিনাম আনিল নিতাই।
আনিল নিতাই নাম, নিব চল ভাই॥
এ নাম জনম অবধি করে, কভু শুনি নাই।
বুঝি গোলক হ'তে আনিল নিতাই এ লোকে ছিল নাই
এ বার শমন-জ্বালা দূরে যাবে আর রবে নাই।
বদন ভরে হরি বল আর ভয় নাই॥

২। (তাল একতালা।)

নিতাই বই কে দয়াল জগতে হরি নাম দিতে।
(হরিনাম দিতে আর প্রেম দিতে॥
নিতাইর গুণ অব্যয় অক্ষয় যতই বিলায় ততই বাড়ে,
পূর্ণ শতদল।
নিতাইর গুণ কব আর কত, অচিন্ত্য অপার লীলা
ভাব চমকিত
নিতাই মার খেয়েছে প্রেম দিয়েছে, তার সাক্ষী মাধাই হতে॥

গুপা বলে অনুমানে পাই, ব্রজে ছিল এরা দুভাই,
কানাই আর বলাই।
এখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির জীব নিস্তারিতে॥

৩। (একতালা।)

ওই কিরে সেই নিতাই, যারে কলসীর কাণা মেরে
ছিলি ভাই।
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে,
ও সে ধর বলে প্রেম যাচে॥
নিতাই যারে তারে দেয় কোল, কোল দিয়ে বলে হরিবোল।
নিতাই এক হাতে রুধির পুছে, (দয়াল নিতাই আমার)
আর এক হাতে প্রেম যাচে॥

৪। (তাল একতালা।)

নিতাই আমার নাম এনেছে রে, হরেকৃষ্ণ হরে।
হরেরাম, হরেরাম, রাম রাম হরে হরে॥
আমার নিতাই বড় প্রেমদাতা।
নিতাইচাঁদের হরিনাম বদনে গাঁথা রে॥
নিতাই বড় দয়াময়, তারে দেখলে প্রেমের উদয় হয় রে।
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে,
ও সে ধর বলে প্রেম যাচে রে॥

নিতাই যারে তারে দেয় কোল, কোল দিয়ে মুখে বলে
(হরিবোল রে।)
নিতাই গোলোকে রাধার ভাণ্ডারে, প্রেম এনেছে
চুরি করে রে॥
আমার নিতাই চাঁদে যে না চিনে,
ও সে জন্মের মত না মৈল কেন রে॥
আমার নিতাই চাঁদে, না চিনিল,
ও সে জন্মের মত বয়ে গেল রে॥
নিতাই ব্রজের হলধারী, নিতাই কখন পুরুষ কখন নারী রে॥

৫। (তাল একতালা

নিতাইচাঁদ বোলেরে তাই ডাকি।
নিতাই আমার অধম-তারণ, পতিত-পাবন, তাই ডাকি॥
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে,
ও সে ধর বলে প্রেম যাচে॥
তাই ডাকি, আমার নিতাই বড় প্রেম দাতা,
সদা হরিনাম বদনে গাঁথা॥
হরিনাম বই সে জানে না রে, তাই ডাকি
নিতাই অধম-তারণ নাম ধরে, তাই ডাকি
নিতাই পাপীজনে দয়া করে, তাই ডাকি
নিতাই চাঁদে ডাকলে অঙ্গ শীতল হয়।
তারে দেখলে ঘুচে শমনের ভয়।
নিতাই দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন, তাই ডাকি।

পাপী ডাকলে দয়াল নিতাই বলে,
নিতাই স্থান দেন তাঁর চরণ তলে, তাই ডাকি
তাঁর সর্ব্বজীবে সমান দয়া, তাই ডাকি।
নিতাই আপনি মাতি জগত মাতায়, তাই ডাকি॥
নিতাই যারে তারে দেয় কোল, কোল দিয়ে মুখে বলে
হরিবোল, তাই ডাকি॥

৬। (তাল একতালা।)

চাঁদ নিতাই যদি এ দেশে এল, জীবের সব জ্বালা
দূরে গেল।
এত দিনে জীবের ভাগ্যে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হলো॥
(নিতাই চাঁদকে হেরে)
এলরে নিতাই, জীবের ভাবনা কিছু নাই।
পরম দয়াল নিতাইচাঁদের জাতের বিচার নাই॥
নিতাই আচণ্ডালে দয়া ক'রে, সর্ব্বজীবে নাম দিল।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ তারাও হরিনাম পেল॥
এল নিত্যানন্দ রায় ও তার নামাবলী গায়
হরিনামের মালা নিতাইচাঁদের দুলতেছে গলায়।
কালা শুনে, বোবা কয়, কাণা চক্ষু দান পেল॥
(চাঁদ নিতাই এল রে)

নিতাইর সহজ ভাষা, ও তার গাছতলায় বাসা,
ভোজের বাজি নিতাই আমার লাগায় তামাসা।
গোসাঞি বলে সামাল পোদা বড়ের কিস্তিমাত হলো ॥
(ও চাঁদ নিতাই এল রে

৭। (একতালা।)

যাওহে পাষণ্ড-দেশে মধুর হরিনাম বিলাতে যাওহে।
(দয়াল নিতাই) নাম তোমা বিনে কেউ লবে না যাওহে ॥
নিতাই তুমি হইছ জীবের কলি, আমি অতএব তোমায়
যেতে বলি, যাওহে।
আমি গেছলাম হরিনাম দিতে, তারা আমায় এল মারিতে,
(যত পাষণ্ডগণ)
তুমি একা যদি যেতে নার, প্রাণের হরিদাসকে সঙ্গে কর।
(জীব সব অচেতনে পড়ে আছে ওহে ॥

৮। (তাল একতালা।)

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে আমার প্রাণ রে ॥
(দয়াল নিতাই বলে রে)
নিতাই যারে দেখে তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়ে লহ একবার বল গৌরহরি ॥
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥

৯। (তাল একতালা।)

নিতাই নিতাই বল অনিবার, যদি তরবি ভব সিন্ধুপার।
নিত্যানন্দ পতিত-পাবন, দেবের দুর্লভ হরিনাম
করেন বিতরণ,
নিতাই ধর বলে প্রেম যাচে রে, নিতাই সকলে করে নিস্তার।
বাহু তুলে ডাকছেরে নিতাই, এমন মধুর হরিনাম
কভু শুনি নাই ॥
নিতাই আচণ্ডালে প্রেম যাচে রে,
নিতাই করে না জাতের বিচার ॥
হরিনামের তরি নিতাই কাণ্ডারী,
থরে থরে যাচ্ছে পারে পুরুষ আর নারী।
আমি মহাপাপী পার কর হে, অকুলে দিলাম সাঁতার ॥

১০। (তাল একতালা।)

নিতাই নিতাই বল অবিরাম।
যদি যাবিরে ভাই মোক্ষধাম ॥
নিত্যানন্দ পরম দয়াল, নগরে নগরে বেড়ায় লয়ে
খোল করতাল,
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে রে,
বলে বল হরে কৃষ্ণ রাম

নিত্যানন্দ পতিত-পাবন, যারে দেখে তারে ধরে দেন
আলিঙ্গন।
নিতাই সদাই প্রেমে মাতোয়ারা রে,
দুনয়নে ধারা বহে অবিরাম॥
বাহু তুলে ডাকেরে নিতাই,—যদি প্রেমধনের ধনী হবি
ভজ চৈতন্য গোঁসাঞি।
যে জন চৈতন্য ভজে রে, সে যুগে যুগে আমার প্রাণ॥

১১। (একতালা।)

মারলি তুই নিতাই চাঁদের পায়।
ওরে ও মাধাই কি করলি রে॥
কলসীর কানা মার্‌লি ফিকে নিতায়ের মাথায় রে।
ও তার অঙ্গ বেয়ে রুধির পড়ে, নিতাই আমার তবু
নেচে যায় রে
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে।
গঙ্গাতীরে ডাকছে তোরে প্রেম-দান লবি আয় রে॥

১২। (একতালা।)

গৌর-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই রে।
মাতিল নিতাই জগত মাতাল নিতাই রে॥
নিতাই আপনি মাতিয়ে বলে সামালরে ভাই রে

নিতাই গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়,
নিতাই যায় রে যেমন মাতা হাতী
প্রেম দিয়ে জগত মাতায় রে।
যারে দেখে আপন কাছে, তারে কৃষ্ণ প্রেম যাচে,
দেবের দুর্লভ প্রেম জগতে বিলায় রে॥

শ্রীঅদ্বৈত-বিষয়ক-সংকীর্ত্তন।

১। (একতালা।)

নাচেরে অদ্বৈত বাহুতুলে।
গৌর নিতাই আনিলাম আনিলাম ব'লে রে॥
আমার শ্রীঅদ্বৈতের যাই বলিহারী।
গৌর এনে নদেয় কৈলেন ব্রজপুরী॥
আমার শ্রীঅদ্বৈত এমনি আরাধনা করেছিল।
গৌর এনে নদেপুরে হাট বসাল॥
আমার শ্রীঅদ্বৈতের হুহুঙ্কারে।
গোলক ছেড়ে গৌর এল নদেপুরে॥

শ্রীশ্রীহরিনাম

সংকীর্ত্তন-মালা।

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তবক।

শ্রীশ্রীহরিনাম বিষয়ক-গীতিকা।

১। (তাল একতালা।)

হরি বোলে আমি তাই ত ডাকি।
পড়েছি ভব-তুফানে আমি অতি ঘোর নারকী॥
নিজ নামের গুণে তরে গেল কত মহাপাতকী।
ধরাধামে আছি পড়ে আমিত কেবল একাকী॥
সাধু যাঁরা তরিল তাঁরা তাঁদের আর তরাতে কি।
ভজন-সাধন-বিহীন জনে নিজগুণে তরাও দেখি॥
এস প্রভু হৃৎপদ্মাসনে সঙ্গে লয়ে সখা সখী।
শ্রীরাধারে বামে লয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াও দেখি॥
করেতে লয়ে মুরলী রাধা বলে বাজাও দেখি।
চরণে বাজিবে নূপুর তাক্ ধিনাকিটী তাকিটি নাকি॥
অপার মহিমা তোমার এ দাসে আর কবেকি।
অনন্ত মুখে কইতে নারে মহিমা অনন্তমুখী॥

তিল আধ স্থান দিও বাপ শ্রীচরণে পড়ে থাকি।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে অন্তিম কালে যেন ডাকি॥

২। (তাল একতালা।)

হরিবোল বল জগাই মাধাই তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড় ছোট বড় কা'রই বলবার বাধা নাই॥
এমনি হরিনামের গুণ, এ নাম সগুণ নির্গুণ।
নামে পলায় শমন, রিপুদমন, নিভায় পাপাগুণ॥
হরি নামামৃত পান করিলে ভবক্ষুধা দূরে যায়॥
এমনি হরিনাম হয়, ব্রহ্মার ব্রহ্ম ভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী শশ্মানবাসী হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়।
নামে নিবিড় বনে মুনিগণে মহাসুখে কাল কাটায়॥
প্রহ্লাদ হরিনাম বলে, পর্ব্বতে অনলে জলে,
করি-পদতলে বাঁচে খেয়ে গরলে।
নামে ধ্রুব ধ্রুব-লোকে গেল, এমন নাম আর হতে নাই॥
অজামিল রত্নাকর, ছিল যত পাপী নর,
তারা ব'লে হরি গেল তরি অকুল সাগর।
এবার রসিক হতে জানা যাবে নামের গুণ গৌর নিতাই॥

৩। (তাল একতালা।)

হরিবোল বলরে আমার মন কেন ভেবে মর অকারণ।
হরি নামের গুণে তরে গেল অধম চণ্ডাল ও যবন॥

হরি বড় দয়াময়, তোরে দিবেন পদাশ্রয়,
হরি হরি হরি বল যাবে ভবভয়।
হরিনাম-সুধারস পান করিলে প্রেমেতে হরি মগন ॥
যোগ সাধন করিলে, তাতে হরি না মিলে; কৃপা করি
আপনি হরি উদ্ধারি বলে।
ভক্তিসাধন যে জন করে তারে দিবেন শ্রীচরণ ॥
(হলো ভক্তি সকলের মূল রে)
যত ব্রজবাসীগণ, তাদের কেবল ঐ ভজন,
ঐশ্বর্য্য না জানে তাদের মাধুর্য্যে মন।
ভক্তিভাবে উদুখলে তাঁরে রে করে বন্ধন ॥

৪। (তাল একতালা।)

হরি ভক্ত-বাঞ্ছপূর্ণকারী, তুমি ভক্তজন রক্ষাকারী হে।
তুমি রাখলে ভক্তের মান, ওহে ভগবান, ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে
ধারণ করি ॥
সত্যযুগে প্রহ্লাদ ভক্ত একজন, স্তম্ভমধ্যে তারে দিলে দরশন
হিরণ্যকশিপু করিলে নিধন, চতুর্ভুজ নরসিংহরূপ ধরি ॥
ত্রেতায় হনুমান, পবন-সন্তান, তারে মণিময়হার সীতা কৈল
দান।
সে হার চিবাইল দাঁতে, রাম নাম নাপেয়ে দেখিতে,
অস্থি পুঞ্জে নাম দেখায় বুক বিদারী ॥
গিয়ে ব্রজপুরে, নন্দগোপ ঘরে, জন্মিলে তুমি যশোদা
উদরে।

কি ছার ননীর তরে, রাণী বাঁধল যুগল করে,
নন্দের বাধা শিরে বয়ে ছিলে তুমি ॥
একদিন বৃন্দাবনে ইন্দ্র ক্রোধ মনে, বজ্র শিলাবৃষ্টি করিল
সঘনে।
ব্রজবাসীগণে বাঁচালে জীবনে, বাম করে গিরি গোবর্দ্ধন ধরি।
তব নামে হয় শমন বিজয়, কৃপা করি দয়া কর দয়াময়।
তুমি সর্ব্বাশ্রয় আশ্রয়ের আশ্রয় দেওহে পদাশ্রয় এই
ভরসা করি ॥

৫। (তাল একতালা)

হরি নামের তুল্য ধন কি জগতে আছে।
দেখ হরি ভজে ত্রিপুরারি মৃত্যুকে জয় করেছে ॥
হরি নাম সত্য, পরম পদার্থ, হরি চেয়ে বেশী হরি
নামের মাহাত্ম্য।
দেখ সত্যভামা ব্রত করে নামের মর্ম্ম জেনেছে ॥
ও তার প্রমাণ দেখ না, ভক্ত সুধন্বা,
তপ্ততৈলে বসে করে হরি সাধনা।
ও তার শমনজয়ী মুণ্ড-মালায় শিব সুমেরু করেছে ॥
প্রহ্লাদ হরিনাম বলে, পর্ব্বত অনলে জলে,
করি পদতলে বাঁচে খেয়ে গরলে
হরি ভজে পঞ্চ পাণ্ডব সমর জয়ী হয়েছে ॥

ত্রেতাযুগেতে সিন্ধু নীরেতে, পাষাণ ভেসেছিল
হরিনামের গুণেতে।
হরি নামের গুণে নৌকা সোণা, পাষাণ মানব হয়েছে ॥

৬। (তাল একতালা।)

হরি নাম বল বল বল আমার মন রসনা।
মন রসনা নাম রটনা সুধামাখা নাম বলনা ॥
ঐহিক রসে মায়ার বশে ভুলেছ রে সব।
দিন ফুরালে কোন দিনেতে আসিবে শমন,
ওকি করবি তখন ॥
ভাই বন্ধু ফেলে দিবে তুলসী তলে।
দিনবন্ধু হরি আসি করিবেন কোলে নাম, যদি না ভুলে ॥
সংসারে আসিয়ে রে মন বিষয় কাজে থাক।
দিনান্তে একান্তে একবার রাধাকান্তে ডাক,
পদে ভক্তি রাখ ॥
আভরণ সব কেড়ে লবে, জীর্ণ বসন দিবে।
ভবের ঐশ্বর্য্য সব কোথায় পড়ে রবে,
কে তোর সঙ্গে যাবে ॥
যে নামেতে কলুষ নাশে অলস কর না।
দিবানিশি হরি হরি হরি বলনা, কর কাল যাপনা ॥
ভিমরথী হবে যখন জ্ঞান লবে হরে।
কফে গলা বন্ধ হবে মহাব্যাধি ঘেরে বলতে পারবি না ॥

৭। (তাল একতালা।)

হরি নামের তরি এসেছে ধরায়।
ওকে পারে যাবি আয় ত্বরায়॥
(হরি হরি বোলে পারে যাবি আয় ত্বরায়)
ও ভাই এমনি তরীর গুণ, নাই হাল দাঁড় তার গুণ,
উজান ভাটা মানে নাকো মাঝি সুনিপুণ।
তরি দেখতে হয় না, চড়তে হয় না হরি বল্‌লে পারে
যাওয়া যায়
হতে ভবসিন্ধু পার, পারের নৌকা নাইক আর।
অধম-তারণ পতিত-পাবন স্বয়ং কর্ণধার॥
পারের মাশুল দয়াল হরিনাম।
পাপী হরি বল্‌লে পরে তরে যায়॥

৮। (তাল একতালা।)

হরি বোল মন রসনা জনম বয়ে গেল রে।
আজ বোলব কাল বোলব বলে, তোর গণা দিন ফুরাল রে॥
হরি বল বন্ধু সবে ও তোর মানবদেহ কাঞ্চন হবে।
বল্‌লে প্রেমের উদয় ভব পারে যাবি রে॥
বাল্যকালে বাল্য খেলা যুবাকালে প্রেমের লীলা।
বৃদ্ধকালে হরি বলা শমনে ঘেরিল রে॥
শ্মশানে লইয়ে যাবে, সকলি পড়িয়ে রবে।
ঘর বাগান বালাখানা বাজীকরের বাজী রে॥

নীলকণ্ঠের এই মিনতি, হরি বিনে নাইকো গতি।
রতি মতি-ঐক্য করে ধর গুরুর চরণে রে॥

৯। (তাল একতালা।)

হরিনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপ রসনা।
কাজ কিরে তোর তন্ত্র মন্ত্র, হরিনাম মুখে বলনা॥
হরি মাতা হরি পিতা হরি জগতের কর্ত্তা।
হরি হে পরম আত্মা গতি নাই সে হরি বিনা॥
হরিনাম মহৌষধি, পান কর মন নিরবধি।
খেলে যাবে ভব-ব্যাধি, নির্ব্যাধি হয় সেই জনা॥
লক্ষযোনি ভ্রমণ করে মানব দেহ পেয়েছ রে।
বল হরে কৃষ্ণ হরে, তখন ত বলতে পারবি না॥
নীলকণ্ঠ কয় তরবি যদি, আয় দেখি মন কৃষ্ণ ভজি।
দেহ নয় রে ভোজের বাজী কেবল জীবের
আনা গোনা॥

১০। (তাল একতালা।)

হরি এই করো নিদান কালে।
যেমন আমার বদন বংশীবদন গঙ্গানারায়ণ বলে॥
হইয়ে অর্দ্ধ নাভী হয়ে ভাবি প'ড়ে সেই বিমল জলে।
আমার বন্ধুগণে অন্তিমকালে যেন নাম শুনায় শ্রবণ মুলে॥
মনের আশা পুরাও বাসা যেন পাই পদতরু-মূলে।
লয়ে শ্রীরাধায় বামে বিনোদ ঠামে দাঁড়িও হৃদয় কমলে॥
আমায় পতিত বলে পতিত-পাবন যেমন যেওনা ভুলে॥

১১। (তাল একতালা।)

হরিনাম সার কর রে, সার কর, হরিনামের মালা পর রে
বড় ঘর, বড় বাড়ী, মন মিছে কর আশা,
রজনী প্রভাত কালে যেমন পক্ষী ছাড়ে বাসা রে ॥
যেমন জোয়ারের পানি ও মন ভাটাতে না রবে।
তেমনি দেহ ছেড়ে প্রাণ পালাবে
তোরে বলেও ত না যাবে রে ॥
ভাই বল বন্ধু বল কেবল সম্পদের সাথি।
মরণ কালেতে কেবল গোবিন্দ-সারথি রে ॥
ইহকাল গেল রে ভাই পরকাল রাখ।
যদি এড়াবি শমনের জ্বালা রাধা কৃষ্ণ বলে ডাক ॥

১২। (তাল একতালা)।

মুখে হরিবোল বলরে রসনা।
নামে শমন জ্বালা দূরে যাবে বদন ভরে রট না ॥
হরিনাম অমূল্য রতন, হৃদয়ে কর যতন, চিন্ত অনুক্ষণ।
নামে বাঁধ ভেলা, গেল বেলা, হেলাতে হারাইও না ॥
শমন-দমন হরিনাম, ত্রিভুবনে অনুপাম,
মুখে বল অবিরাম।
নামে কর রতি, হবে গতি, শমন ভয় আর রবেনা ॥
থাকিয়ে জননীর গর্ভে, কি বলে আইলি ভবে, মন
দেখনা ভেবে।

এখন সে সব কথা, রইল কোথা, নিত্য বস্তু চিন্‌লি না ॥
যে দিন গেল বয়ে গেল, যে আছে মন তায় সামাল,
হরিনাম বল।
খাও নাম-সুধারস, হবে রসনা বশ, অবশ রবে না ॥
যে নামেতে নারদ ঋষি, বীণায় জপে দিবানিশি,
হলেন শুকদেব সন্ন্যাসী।
নামে শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী ধ্রুব করেন সাধনা ॥
ভবে আসতে একা, যেতে একা হবে না কার সঙ্গে দেখা
নাম পরম সখা
কর পথের সম্বল, হরি হরি বল, এমন জনম আর
হবে না ॥

১৩। (তাল একতালা।)

হেলাতে রতন, হারাওনা মন, হরি হরি বল বদনে।
হরিবোল হরিবোল, সদা শয়নে স্বপনে জাগরণে ॥
ঐহিকের সুখ হলনা বলিয়ে, তা বলে কি নাম রহিবি
ভুলিয়ে।
যে নামে, যার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী নারদ বৈরাগী।
হলেন মহাদেব যোগী।
থাকেন শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে ॥ (সোণার কাশী ত্যজে)
মনে কর সে দিন ভয়ঙ্কর, অবশাঙ্গ যেদিন হইবে তোমার,

সেই দিনে বদনে যদি বলতে পার নাম, হরি পুরাইবে মনস্কাম,
অন্তে পাবি মোক্ষ ধাম, যদি রাখ রতি মতি হরির চরণে ॥
ত্যজ্য করে যে দিন যাবিরে সংসার, কোথায় রবে তোর
পুত্র পরিবার,
সংসার অসার, আঁখি মুদলে অন্ধকার,
ভবে হরি পদ কর সার, যদি হবি ভবে পার,
তোরে লবেনা ছোঁবেনা শমনে ॥ (হরি নামের গুণে

১৪ (তাল একতালা ।)

মুখে হরিনাম বল রে আমার মন ।
হলো দিন আখেরি অল্প দেরি নিকটে দাঁড়ায়ে শমন ।
নাম সায়রে ডুবে থাক, দিনবন্ধু বলে ডাক, চেয়ে কি দেখ ।
নাম সায়রে নামের নীরে পাবিরে অমূল্য রতন ॥
হরি নাম সুধাসিন্ধু, পান কর তার একবিন্দু,
নাম পরম বন্ধু ।
খেলে নামের সুধা, মিটবে ক্ষুধা, প'বিরে অমুল্য রতন ॥

১৫ (তাল একতালা ।)

মুখে হরিনাম বলরে আমার মন ।
হলো দিন আখেরি, অল্প দেরি, নিকটে কাল এল শমন ॥
হরিনাম অমূল্য রতন, হৃদে থুয়ে কর যতন চিন্ত অনুক্ষণ ।
নামে বাঁধ ভেলা, গেল বেলা, হেলাতে হারাওনা ॥

হরিনাম-সুধাসিন্ধু পান কর তার একবিন্দু, নাম পরম বন্ধু।
খে'লে নামের সুধা, মিট্‌বে ক্ষুধা আর রবেনা॥
জগাই মাধাই পাপী ছিল, নামের গুণে ত'রে গেল,
নাম সকলে বল।
গৌর-নিতাই, তারা দু'ভাই, করতেছেন নাম বিতরণ॥
যে নামেতে নারদঋষি, বীণায় জপে দিবানিশি,
হলেন শুকদেব সন্ন্যাসী।
নামে শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী ধ্রুব করেন সাধনা॥
যে দিন গেল বয়ে গেল, যে আছে মন তায় সামাল,
হরিনাম বল।
খে'লে নাম-সুধারস, রসনা বশ হবে অলস রবেনা॥

১৬। (তাল একতালা।)

মিছার কামনা, করনা করনা, হরিবল রসনা।
যাবে বাসনা দূরে, নাম মধুরে, দিবানিশি মন ভাবনা॥
বিহরে হরি হৃদয় মাঝারে, মানস-নয়নে নেহার তাঁরে।
বাজায়ে বাঁশরী ডাকিছে তোমারে, কেন ভোলা মন
শোননা শোননা॥
কার তরে তাঁরে ভুলে আছ মন, ডাকরে হবে
প্রাণ মোহন।
পরম ধন, কররে যতন, রবেনা ভব-যাতনা॥
হরি-প্রেমে মন মাতনা, হরি প্রেমময় তাকি জাননা॥

১৭। (তাল একতালা।)

তুমি পরমকারণ, কারণের কারণ, অনাদির আদি
তুমি হে হরি।
ওহে তুমি সর্ব্বাশ্রয়, আশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি বিশ্বময়
সর্ব্বশক্তিধারী॥
করে তব গুণ গান, ভব অবিরাম, শ্মশানেতে বাস করি।
তবু জানিতে না পারে, মহিমা তোমার, সদা বলে হরি হরি॥
আপনি অনন্ত, নাহি পায় অন্ত, সহস্র-বদন ধরি।
তোমার মহিমা, দিতে নারে সীমা, ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী॥
ছিল গোলোকে বসতি, এসে এই ক্ষিতি, গৌরবরণ ধরি।
দেশে দেশে গিয়ে, যাচিয়ে যাচিয়ে, প্রেম দিলে
কৃপা করি॥
আমি না জানি ভজন, দীন হীন জন, বল কি উপায় করি।
এই ভবের সাগরে, আমি তরি কেমন ক'রে, মোরে দেহ
চরণ-তরি।

১৮। (তাল একতালা।)

বোল হরি বোল, বাজাও মাদল, নাম শুনে প্রাণ
মেতে উঠে।
হরিনাম শুনে প্রাণ মেতে উঠে, মনের আঁধার
যায় রে কেটে॥

মিছে কর আমার আমার, শুধুই মর বেগার খেটে।
যদি নন্দসুতে চিনলি না মন, কি চিনলি তুই ভবের হাটে॥
যখন ভবে এসেছিলি, তখন কিবা বলে এলি।
এখন পুঁজি পাটা সব খুয়ালি, কি দিবি বল পারের ঘাটে॥
কলির কলুষ-নাশন, এই হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
এই হরিনাম মহৌষধি ভবের বিকার যায়রে কেটে॥
এই হরিনাম মহামন্ত্র, কাজ কিরে তোর তন্ত্র মন্ত্র।
ব্রহ্মা যাঁর না পায় অন্ত, নিতাই বিলায় গোঠে মাঠে॥
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল, নিতাই ভবে এনে দিল।
সবাই বাহু তুলে হরি বল, পার হবি ত আয় রে ছুটে॥
নিতাই ডাকে বাহু তুলে, আয় জীব নাম ল'বি বলে।
পাপের বোঝা দে'রে তুলে আমরা দুভাই হব মুটে॥

১৯। (তাল একতালা।)

বল মাধাই মধুর স্বরে, হরিনাম বিনে আর কি ধন
আছে সংসারে।
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী এই হরি নামের তরে॥
সে যে আপনি হর গঙ্গাধর পঞ্চমুখে গান করে॥
"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"
নারদঋষি দিবানিশি বিনাযন্ত্রে গান করে।
ঋষি যারে দেখে তারে বলে, বল হরি বদন ভরে॥

গৌর নিতাই তাঁরা দু'ভাই নাম বিলায় ঘরে ঘরে।
তারা অযাচকে প্রেম যাচে, জাতের বিচার না করে॥
হরি নামের গুণে, গহন-বনে, মৃততরু মুঞ্জরে।
এই হরিনাম সুধা-রস, পিওরে বদন ভরে॥
আমরা দুভাই অশেষ পাপী বিখ্যাত এই সংসারে।
হরিনামের তরি ঘাটে বাঁধা ডাকলে নিতাই পার করে॥

২০। (তাল একতালা।)

বৃথা দিন গেল হে হরি, তোমায় ভজন সাধন কখন করি।
দাও শ্রীচরণ মধুসূদন নৈলে ভবার্ণবে ডুবে মরি॥
প্রভাত শর্ব্বরী হলে মনে করি, তুলসী কুসুম চয়ন করি।
তোমার এমনি মায়াযোগ, হয় না মনোযোগ (হরি হে)
কেবল ভুতের বেগার খেটে মরি॥
বৃথা হলো আশা বৃথা ভবে আসা, নিরাশা হইয়ে ঘুরে মরি।
আমার কেউ নাই বন্ধু ওহে দীনবন্ধু এই ভবসিন্ধু
কিসে তরি॥
আমি এই অভিলাষ করি হৃদয়েতে, হেরি শমন-দমন
চরণ-তরি।
আমার রৈল মনে সাধ, হরিষে বিষাদ বিবাদ কল্লে
ছজন অরি॥
পলাইতে চাই পথ নাহি পাই, কুসঙ্গী রয়েছে সদাই ঘেরি।
আছে চতুর্দ্দিকে বসে, বেঁধে মায়া-পাশে, রাধানাথ ভবে
কি ঝকমারী॥

২১। (তাল একতালা।)

বল রসনা হরে, হরে কৃষ্ণ হরে, বহুদিন তোমারে
করেছি যতন।
নাম লহরে লহরে কহ রে কহ রে যদি আনন্দ-সাগরে
করিবি গমন॥
ফল মূল মিষ্টান্ন যথায় যা পেয়েছি,
যতন করে জিহ্বা তোমারে দিয়াছি।
এখন বিপদে পড়েছি তোমারে ধরেছি,
বিপদ কালে নাম করাও রে শ্রবণ।
দিবনা দিবনা তোমায় অন্য কিছু ভার,
চাইব না চাইব না রত্ন অলঙ্কার।
যা সাধ্য তোমার কর উপকার,
রাধাকৃষ্ণ বলে এখন রাখরে জীবন॥

২২। (তাল একতালা।)

এমন সুধা-মাখা মধুর হরিনাম আনিল কে।
নামে আবাল-বৃদ্ধ যুবা-নারী সবাই মেতেছে॥
হরিনাম সুধা-নদীর তরঙ্গ বয়েছে।
তাতে আনন্দেতে ভক্তগণ সাঁতার দিতেছে॥
(হরি হরি বোলে রে)
হরিনাম যার কর্ণ-পথে প্রবেশ করেছে।
ও তার অশ্রু-কম্প-বিহ্বলতা পুলক হতেছে॥

দুই অক্ষরে নামটী হরির অন্ত হতেছে ॥
তাইতো ভোলা সকল ছেড়ে শ্মশানে রয়েছে ॥

২৩। (তাল একতালা।)

কি সুখে রেখেছ হরি এ ভব-সংসারে।
অবকাশ নাই যে হরি ডাকি তোমারে ॥
হলো মহাজনের দেনা ভারি, হতে হলো দেশান্তরী।
আহাল ছেড়ে হলাম ভিখারী চিন্তা-জ্বর সদা অন্তরে ॥
কাণা বক শুক্‌না গেড়ে খাই না খাই আছি পড়ে।
ভিক্ষায় গেলে দেয় গো তুড়ে সদা কুবচন বলে ॥
হরি এইবার আমায় কর দয়া, দাও হে রাঙ্গাচরণ-ছায়া।
ঘুচে যাক্ সংসারের মায়া, তাই ডাকি তোমারে ॥

২৪। (তাল একতালা।)

শমন-দমন যাতে হয় রে ভাই হরিবোল।
(ও দু'বাহু তুলে বল বল দু'বাহু তুলে ॥)
গর্ভে ঘোর যন্ত্রণাতে কে রক্ষা করিল তাতে রে ভাই।
কে ক্ষীর রাখিল মায়ের স্তনেরে—ভাই হরিবোল ॥
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান স্তন ধরে দুগ্ধপান রে ভাই।
কোথা পাইলি এ সব সন্ধান রে ভাই হরিবোল ॥
রাজার যে রাজ্যপাট যেমন নাটুয়ার নাট রে ভাই।
দেখিতে দেখিতে কিছু নয় রে—ভাই হরিবোল ॥

এ সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে রে ভাই।
জুড়াইবার না কৈলি উপায় রে ভাই হরিবোল॥
চৌদিকে যমের জাল এড়াবি কেমনে রে ভাই।
সে জাল কাটিতে নারবি কৃষ্ণনাম বিনে রে ভাই॥
নিতু নিতু জীয় মর ইথে না বিচার কর রে ভাই।
এমতি যাইবে একবার রে ভাই হরিবোল॥
শুনিলে গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব রে ভাই।
সিংহ রবে যেন করিগণ রে ভাই হরিবোল॥

২৫। (তাল একতালা)।

শমন-দমন হরিনাম মাধাই আয় তোরা কে নিবিরে
যে নামে ব্রহ্মা ব্রহ্মচারী হলেন, শিব হয়েছে যোগী রে
যে নামেতে শুকদেব গোঁসাই, হলেন সর্ব্বত্যাগী রে
যে নামেতে ধ্রুব হলেন রাগের বৈরাগী রে॥
যে নাম সদা নারদঋষি বিনাযন্ত্রে গায় রে।
যে নামের সহস্র বদনে অনন্ত অন্ত নাহি পায় রে॥
যে নামেতে গয়াক্ষেত্র তীর্থ হয়, যায় কাশী রে।
যে নামেতে প্রভাসতীর্থ, তীর্থ বারাণসী রে॥

২৬। (একতালা।)

জীবের থাক্‌তে চেতন হরিবল মন দিন গেল দিন গেল
দিন গেল দিন গেল রে মন শিয়রে শমন এল ॥
ও রে জগাই মাধাই পাপী ছিল তারা হরিনামে তরে গেল।
ও রে রূপ সনাতন দু'ভাই ছিল,
তারা বিষয় ছেড়ে ফকির হল ॥
ও রে রত্নাকর দস্যু ছিল সে যে হরিনামে তরে গেল।
অহল্যা পাষাণ ছিল সেই চরণ-পরশে মানব হ'লো ॥
ও রে মন তোর পায়ে ধরি আমায় নিয়ে ব্রজে চল।
ও রে নিকটে দাঁড়ায়ে শমন হরি বল হরি বল ॥

শ্রীশ্রীহরিনাম
সংকীর্ত্তন-মালা।

তৃতীয় স্তবক।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-সংকীর্ত্তন

০ঃ*ঃ০

১। (একতালা।)

কোথা হে ব্রজবল্লভ পদ-পল্লব দেও আমারে।
বামন হইয়ে চন্দ্র চায় হে যেন ধরিবারে॥
এমনি হয় আমার মন, ধরি হে রাঙ্গা চরণ।
না জানি ভজন সাধন দাও হে চরণ কৃপা করে॥
এসে এই মায়াধামে, ভুলেছি তোমা ধনে,
গেল দিন অকারণে আপন আপন আপন করে॥
বাঞ্ছা হয় মনে, ভ্রমিব দ্বাদশ বনে,
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ-ঠামে মুরলী লয়ে অধরে॥
অধমের এই বাসনা পুরাও ওহে কালোসোণা
করে যেন নাম রটনা হরে কৃষ্ণ হরে হরে॥

২। (তাল একতালা।)

কোথা হে নন্দাত্মজ গোপী জনার প্রাণবন্ধু।
মাং প্রতি দয়া কর রামানুজ গোপীজনার প্রাণবন্ধু॥

হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপালা।
মাং প্রতি দয়া কর রামানুজ গোপীজনার প্রাণবন্ধু।
আমি ভজন সাধন জানি না মাং প্রতি দয়া কর॥

৩। (ঝাঁপতাল)।

কি হেরিলাম কদম্ব-মূলে নব-নীরদ মনোহরা।
অদর্শনে মন-প্রাণ জ্ঞান হতেছে গো হারা॥
কি খেনে যমুনায় গেলাম একা হয়ে আনিতে জল,
(এমন জানলে জলে যেতাম না গো)
কক্ষে লয়ে কলসী, অকূল সাগরে ভাসি,
কুল হ'লো ভস্মরাশি আসিতে পথে হলাম গো সারা॥
ঘরে বাদী ননদী ত, কুলটা বলে অবিরত,
গঞ্জনা সহেনা প্রাণে আছি গো জড়ীত ভুত
(আমি) একুলে দিয়ে কালী সেবিব সেই বনমালী,
প্রাণ সঁপেছি যুগল পদে উৎকণ্ঠে প্রেমে ভরা॥
ত্রিভঙ্গ হইয়ে বাঁকা, আশ্রিত হৃদে দেও হে দেখা,
ভুলি ভুলি মনে করি, হৃদয়ে জাগে মুরারী
আমার একুল ওকুল দু'কুল গেল কি করি সখি
বলনা ত্বরা॥

৪। (একতালা।)

এস হে দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু হৃদ-মন্দিরে।
এ জনম সফল করি রাঙ্গা চরণ হৃদে ধরে॥

আমার হৃদয়-বৃন্দাবন যুগল রূপে দেও দরশন।
পূজিব যুগল চরণ সচন্দন তুলসী দলে॥
ব্রজধাম পরিহরি হৃদয়ে এস হে হরি॥
বাজাও মোহন মুরলী জয় রাধে শ্রীরাধে বলে॥
শ্রীরাধারে লয়ে বামে, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ ঠামে।
যেমন সেই ব্রজধামে বিহার কর রাস-মণ্ডলে॥
এ দীনের এই বাসনা পূরাও ওহে কালসোণা।
ভজন পূজন জানিনা দাও হে চরণ দয়া করে॥

৫। (একতালা।)

ঐ না বেশে মোদের গৃহে আয় হে রসরাজ।
বড় সাধ করেছেন প্রেমময়ী, হেরবে তোমার
গোষ্ঠের সাজ।
আমরা নারী কুলবালা, রূপ দেখে হয়েছি ভোলা।
নিরখি দাঁড়ায়ে পথে হেরব তোমার গোষ্ঠের সাজ॥
গোক্ষুরের ধূলি অঙ্গে, খেলে সবে নানারঙ্গে।
অলকা আবৃত অঙ্গে কে দিল বন-ফুলের সাজ॥
রবির কিরণে মুখ তা দেখি বিদরে বুক।
অঞ্চলে মুছিব মুখ, দাঁড়াই আছি পথ মাঝ॥
কাল অঙ্গে লাল মাটি, কি সেজেছে পরিপাটী।
লম্বিত পীত-ধটী আমরি কি গোষ্ঠের সাজ॥

৬। (তাল একতালা)

ওহে যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ গোপীর মনোচোর।
শ্রীগোবিন্দ সচ্চিদানন্দ নিত্যানন্দ শ্রীনন্দ-কিশোর ॥
বাম করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন বাঁচাইলে গোপ গোপিনী

তুমি আত্মান্তর্য্যামী নারায়ণ, আত্মারাম রাধাশ্যাম সুন্দর ॥
কালীয় দমন করি অবহেলে, বিষ পানে রাখালগণে
বাঁচাইলে।
বদনে ব্রহ্মাণ্ড যশোদায় দেখালে, ত্রিলোক-মোহিলে
করি বংশীস্বর ॥
ত্রিলোক-ব্যাপিত তুমি বিরাট রূপে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
তব লোম-কূপে।
কভু গোচারণ কর গোপালরূপে, ব্রজাঙ্গনা তোমায়
বলে ননীচোর ॥
কভু শয়ন কর অনন্ত-শয্যায় কভু নিদ্রা যাও শচীর
আঙ্গিনায়।
কভু চক্রধারী, কভু দণ্ডধারী, মহাভাবে হরি-সংকীর্ত্তনে
ভোর ॥

৭। (রাসমণ্ডল সুর ও বাজনা।)

ওগো সখি কেগো যমুনার কূলে।
দাঁড়ায়ে রয়েছে সখি সেই কদম্বতরুর তলে ॥

চরণে চরণ ছাঁদা, বাঁশী হাতে চূড়া বাঁধা,
বলছে কেবল রাধা রাধা,
বাঁশী শুনে ভাস্‌লাম নয়ন জলে ॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বাঁকা, পথে যেতে হলো দেখা,
গিয়েছিলাম আমি একা, হেরে কলসী ভাসালাম জলে ॥
কদম্বতরুর হিলন দিয়ে, আমা পানে চেয়ে চেয়ে,
বলি দাসী হই চরণে গিয়ে, তিলাঞ্জলি দিয়ে কুলে ॥
কিবা মন্দ মৃদু হাসি, হেরে নয়ন জলে ভাসি,
বাঁশী নয় সে প্রেমের ফাঁসী. লাগালে আমার গলে ॥
কুলের মুখে দিয়ে ছাই, চল গো তার সঙ্গে যাই,
আমার বল্‌তে কেউ নাই, কলঙ্কিনী সবে বলে।
দ্বিজ গণেশচন্দ্রের বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী,
পাই যেন চরণ দুখানি, এই আশা নিদানের কালে ॥

৮। (তাল একতালা।)

সখি ঠাম ঠমকে ঠমক বাঁকা কে।
ও কালিন্দীর কূলে দেখা গো ॥
ও তার চাঁদ বদনে কি সেজেছে চন্দনের অলঙ্কার গো।
ও তার কাঁনড় ছাঁদে চূড়া বাঁধা, তায় ময়ূরের পাখা গো ॥
কি ক্ষণেতে জল আনিতে গিয়াছিলাম একা গো।
কি ক্ষেণে তার সঙ্গে দেখা হায় কি বিধির লেখা গো ॥

খঞ্জন জিনিয়ে আঁখি ভুরুযুগ বাঁকা গো।
তোরা কেউ ত সঙ্গে থাকিস্ না, সে একা আমি একা গো॥

৯। (তাল পাঁচ তালি)।

সেই নবীন রাখালকে আমার মনে হল রে।
ও যার চ ড়ার উপর ময়ূর পাখা, পাখা হিলে মন্দ বায় গো॥
ও যার চূড়ার উপর বকুল কলি, তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ছে অলি, ও তাতে ভ্রমর মধু খায় রে।
ও যার চরণে চরণ ছাঁদা, ও যার মাথায় মোহন চূড়া বাঁধা রে॥
ও যার বাঁকা নয়ন জোড়া ভুরু, গোপীর কুল মজাবার
নাটের গুরু, সেই নবীন রাখালকে আমার মনে হোল রে॥

শ্রীশ্রীরাধা-বিষয়ক-গীতিকা।

১। (তাল একতালা)।

এমন জগত-পবিত্র রাধা নাম আনিল কে॥
নাম আনিল কে গো রাধা নাম আনিল কে।
কলির জীব তরাতে নিতাই চাঁদের বুঝি মনে পড়েছে॥
জয় রাধা গোবিন্দ নামে জগৎ মেতে'ছে।
পাষণ্ড যারা শুনে তারা অবাক হয়েছে॥
দু অক্ষরে নামটা রাধা অন্ত হতেছে।
ও পাণ্ডবের সখা ময়ুর পাখা ধারণ করেছে॥

এ নাম ব্রহ্মাপুত্র নারদ-ঋষি সেই কি এনেছে।
যার গলদেশে হাড়ের মালা সেই কি এনেছে ॥

২। (তাল একতালা)।

(মিছা) দিন যায় দিন যায় রাধে রাধে বোল।
রাধে রাধে বোল রসনা রাধে রাধে বোল ॥
রাধা নাম বল বল, ও তোর জনম যাবে ভাল রে ॥
(রাধা নামের গুণে)
রাধা নাম যে জন বলে, নামের গুণে কি করিতে পারে তারে রে।
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, যদি এড়াবি শমনের জ্বালা রে ॥
রাধা নাম সুধাসিন্ধু, পান কর তার এক বিন্দু রে।
রাধা নাম মধুর সুধা, পান কর তোর যাবে ক্ষুধা রে ॥
দিন গেল রে মিছা কাজে, কেন না ভজিলি রসরাজে রে।
দিন গেল রে অসার মন, সকল ছেড়ে ভজ রাধার শ্রীচরণ রে ॥
ও রে সই দিয়ে রে আসলি খতে, কেন না ভজিলি রাধানাথে রে।
ও রে সেখানে কি বলে এলি হেথা বিষয় পেয়ে ভুলে গেলি রে ॥
ও রে রাধা নাম বল মুখে এ জনম যাবে সুখে রে।
ও রে রাধা নাম বন্ধু, যদি তরে যাবি ভব-সিন্ধু রে ॥

৩। (তাল একতালা)।

বল ঐ রাধা নাম বল। (ঐ রাধা নাম ঐ রাধা নাম)
এ নামে বাঁশীর স্বরে গান করে সেই চিকণ কালো ॥
রাধা নামের গুণে উজান বহে শ্রীযমুনার জল।
রাধা নামের গুণে বৃন্দাবনে পাষাণ দ্রব হ'লো ॥
রাধা নামে জীয়ে, মৃততরু ধরে ফুলফল।
রাধা নামের গুণে গহনবনে ধেনু ফিয়ে ছিল ॥
রাধা নামের লাগি নন্দ-সুত নদেয় গৌর হলো।
(এমনি রাধা নামের গুণ রে)।

৪। (একতালা।)

রাধার চরণ, নয় সাধারণ, সামান্য ধন নয় গো।
দুটী চরণ রাধার, হয় মূলাধার,
আমাদের কৃষ্ণ সেবার ধন গো ॥
রাধার চরণ পাবার তরে, রসরাজ বাঁকা চূড়া ধরে শিরে।
এল গোলক ছেড়ে ব্রজপুরে, আমাদের নন্দের নন্দন গো ॥
একদিন মান করে ঐ ছিলেন প্যারী,
নাপ্তিনির বেশ ধরেন হরি।
রাধার দু'চরণ ধরি নাম করেছেন লিখন গো ॥
গোসাঞি দর্শনে বলে হয় নয় দেখ জয়দেবের গ্রন্থ খুলে।
দেহি পদ-পল্লব বলে নাম করেছেন লিখন গো ॥

৫। (তাল একতালা)।

রাধা নামে কতই সুধা কৃষ্ণ বই কে জানে।
(আর কেউ জানে না গো)
দিবানিশি কালশশী মগ্ন বাঁশীর গানে॥
যে রাধা তাঁর অঙ্গ আধা, যার নামে তাঁর বাঁশী সাধা
যার লেগে বয় নন্দের বাধা গোচারণ বিপিনে॥
দু' অক্ষরে নামটী রাধা, যার অক্ষরে অক্ষরে সুধা।
শ্যাম আছে যার প্রেমে বাঁধা জানে ত্রিভুবনে॥
রাধা নামে কিগুণ ধরে মৃততরু মুঞ্জরে।
বইত শ্রীযমুনা, উজান ধরে রাধা নামের গুণে॥

৬। (একতালা)।

জয় জয় রাধার নাম প্রেম-তরঙ্গিণী রে।
প্রেম-তরঙ্গিণী নাম সুধা-তরঙ্গিণী রে॥
যার প্রেমের হিল্লোলে ভাসে গৌর-গুণমণি রে।
যে রাধা নাম বাঁশীতে কৃষ্ণ গাইতেন আপনি রে॥
কৃষ্ণকে হ্লাদ দিয়ে তাঁর নাম হ্লাদিনী রে।
রাধা নাম গাহিতে গাহিতে উঠে অমৃতের খনি রে॥

৭। (একতালা)।

রাধে কৃষ্ণ জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।
রাধে এই বার আমায় কর দয়া ॥
রাধে তুমি যদি কর দয়া,
তোমার দয়া হলে হরি দিবেন চরণ ছায়া ॥
রাধে অন্য জনার অন্য মন,
রাধে আমার মন তোর শ্রীচরণ ॥
রাধে কোথাও থাকি,
কোথায় রই যেমন তব চরণ ছাড়া নই ॥
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনী,
রাধে কৃষ্ণ প্রেমে আহ্লাদিনী ॥
রাধে আমি ভজন হীন তায় সাধন হীন,
আমার কিসে যাবে দিন গো ॥
রাধে শরণ নিলাম তোমার রাঙ্গা পায়,
ও শ্রীরাধে তোমার উচিত যা জুয়ায় ॥

শ্রীরাধা গোবিন্দ বিষয়ক সংকীর্ত্তন।

১। (তাল একতালা)।

জয় রাধে গোবিন্দ বলে ডাক রে আমার মন রসনা।
নামে কর রতি হবে গতি শমন ভয় আর রবে না ॥

রাধা নাম বদনে বল, তনু হবে নিরমল।
দেহ গেলেও ভাল, রইলেও ভাল, মিছা মায়ায় ভুলনা॥
রাধা নাম মধুর সুধা, পান কর যাবে ভব-ক্ষুধা।
নাম বলতে নাই রে বাধা, বদন ভরে বল না॥
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, যদি এড়াবি শমনের জ্বালা।
বয়ে গেল তোর পারের বেলা নামে হেলা করো না॥
রাধা নামের কি মাহাত্ম্য যার ব্রহ্মা আদি না পায় তত্ত্ব।
সহস্র বদনে অনন্ত নামের অন্ত যে পেলে না॥
দেখ এই দেহ অনিত্য, সংসার অসার অনিত্য।
কলি যুগে নাম সত্য অন্তরে জপনা॥

২। (একতালা)।

জয় রাধা গোবিন্দ শ্রীরাধা গোবিন্দ
বদন ভরে একবার বল রে রসনা।
জয় রাধা গোবিন্দ শ্রীরাধা গোবিন্দ,
গোবিন্দ গোবিন্দ বদনে রটনা॥
গো কোটী দান গ্রহণে চ কাশী,
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী।
সুমেরু সমান সোণা করে দান,
তবু গোবিন্দ নামের নাই রে তুলনা॥
আশী লক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ,
বহু দুঃখে পাইলি মানব জনম।

হেলাতে হারালি ভুলিয়ে রহিলি
যেঁতে হবে বলে তাও কি জান না ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম হরে।
সুমধুর স্বরে গাওরে বদন ভরে,
যদি বলিতে না পার অন্তরে জপনা ॥
যে দিন গেল তোর বয়ে গেল মন,
যা আছে তায় সামাল এখন,
দন্তে তৃণ ধরি করি নিবেদন,
দীন হীন গোবিন্দের পুরাও হে বাসনা

৩। (তাল একতালা।)

জয় রাধা গোবিন্দ শ্রীচরণারবিন্দ,
মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী কাননে ভ্রম কি,
সে বনে ভ্রমণে দিও নাক ভঙ্গ ॥
বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর মধ্য,
অনন্ত রূপিণী কোটী গোপী পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীল পদ্ম রাধা-পদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণাল সঙ্গ ॥
ব্রজে মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি,
মধুর শ্রীমতি বামে বিহরতি,

যদি রাখ রতি মতি মধুর ভাব প্রতি,
তবে মন মধুকরে দিওনাক ভঙ্গ ॥
গুন গুন স্বরে গাও রাধা কৃষ্ণের গুণ
মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ,
বাড়িবে সদ্‌গুণ ত্যজিবে নির্গুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণ-প্রসঙ্গ ॥

৪। (একতালা।)

ভজ মন শ্রীরাধা-বল্লভে।
দিনে দিনে গত, হলো দিনাগত,
রাধা কৃষ্ণ নাম আর বলবি কবে ॥
ভবে এসে কি বা হলো সুখোদয়,
অনুদিনে তনু ত্রিতাপে তাপয়,
কবে সেই চরণে হবি পদাশ্রয়,
পদ-পল্লবে লবে রে লবে ॥
যখন সব দূত পাঠাবে শমন,
তখন কি আর করবি রে মন,
না ভজিলে সেই শমন-দমন,
সকলি লবে রে লবে ॥
ভয়ঙ্কর দূতের নাই রে করুণা,
কাঁদিলে খালাস দিবে না দিবে না,
শুনবে নারে মানা নানা রূপে নানা
যন্ত্রণা ও সে দিবে দিবেই দিবে ॥

৫। (একতালা।)

রাধা গোবিন্দ গোবিন্দ বোলে নেরে।
ওরে রসনা রে পুরাও বাসনা রে ॥
এমন, মানব-জনম হবে না রে।
(কত সাধন করে পেয়েছ)
শ্যামের অধরে মুরলী বাজিছে রে ॥
(রাধা রাধা রবে
শ্যামের চরণে নূপুর বাজিছে রে।
ও জিতং জিতং বলে
শ্যামের বামেতে কিশোরী শোভিছে রে ॥
(একবার নয়ন ভরে হেরে নেরে ॥

শ্রীবৃন্দাবন-বিষয়ক-গীতিকা।

·০ঃ#ঃ·

১। (তাল একতালা)

রাধা কৃষ্ণ প্রেমের দীপক জ্বালিয়ে,
জয় রাধে ও কিশোরী বলিয়ে কবে যাব রে।
আমি কবে বৃন্দাবনে যাব,
গিয়ে মাধুপুরী মেগে খাব রে ॥
(ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে)

কবে বৃন্দাবনের কুলি কুলি, বেড়াব দু'বাহু তুলি।
(জয় রাধে শ্রীরাধে বলে রে)
কবে ব্রজের গুল্ম-লতা হব,
কবে গোপীর পদরেনু পাব,
(বল সেই দিন আমার কবে হবে)

২। (একতালা।)

রাধে কৃষ্ণ জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।
জয় জয় গোপী-নাথ মদন-মোহন জয়॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর জয়।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন জয়॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিবৃন্দ জয়।
পুলকিত তরু লতা পুষ্প বরিষণ জয়॥
সকল ফুলের মুখে অলি ঝাঁকে ঝাঁকে জয়।
ডালে বসে শুক সারী সুমধুর ডাকে জয়॥
কালিন্দীর তীরে কেলি-কদম্বেরী বন জয়
চৌদিকেতে গোপাঙ্গনা মধ্যে রাধাকৃষ্ণ জয়॥
জয় রে জয় রে জয় বৃন্দাবনময় জয়॥

৩। (একতালা।)

চল নিতাই বৃন্দাবনে হেরব যুগল মাধুরী।
হেরব যুগল-মাধুরী ও মন দেখব কিশোর-কিশোরী॥

বৃন্দাবনে রব পড়ি কুঞ্জে দিব গড়াগড়ি।
জয় রাধে শ্রীরাধা বলে মেগে খাব মাধুকুরী ॥
(ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে
যমুনাতে জলের খেলা, দাঁড়িয়ে আছে চিকণ কালা।
ত্রিভুবন করেছে আলো বাজায়ে মোহন বাঁশরী ॥
বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন কবে করব গিয়ে দরশন।
জুড়াইবে তাপ নয়ন হেরে যুগল-মাধুরী ॥

৪। (একতালা।)

আর কত দিনে হব বৃন্দাবনবাসী রে।
চলিতে না পারি আমার না চলে চরণ রে ॥
আমি কবে বৃন্দাবনে যাব সে দিন কবে হবে রে।
বৃন্দাবনে গিয়ে কবে মাধুকুরী মাগিয়ে খাইব রে ॥
(ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে)
কবে বৃন্দাবনে যাব সে দিন কবে হবে।
বৃন্দাবনে গিয়ে কবে কুলি কুলি কাঁদিয়ে বেড়াব রে ॥
(জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)
শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব সে দিন কবে হবে।
শ্রীরাস মণ্ডলে গিয়ে আমি ধূলায় গড়াগড়ি দিব রে ॥
কবে ব্রজের গুল্ম লতা হব সে দিন কবে হবে।
তরু লতা হয়ে কবে গোপীর পদরেণু পাব রে ॥

ও সে ধূলা নয় ধূলি নয় গোপীর পদ-রেণু।
যে ধূলা মেখেছিল নন্দের কানু
কবে রাধা-কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড নয়নে হেরব রে।
কুণ্ডের মৃত্তিকা লয়ে কবে অঙ্গে লেপন করিব রে॥

৫। (একতালা)।

হরি বোলব আর মদন-মোহন হেরব গো।
আমরা ঐ মতে ব্রজের পথে চলব গো॥
(হরি বলতে বলতে
কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকুরী মেগে খাব।
কবে ঐ ধূলা অঙ্গের ভূষণ করব গো॥
যাব ব্রজেন্দ্রপুর হব চরণের নূপুর।
কবে ঐ চরণে মধুর মধুর বাজিব গো॥
তোমরা সব ব্রজবাসী পূরাও মনের অভিলাষী।
কবে শ্রবণ পেতে শ্যামের বাঁশী শুনিব গো॥
এ দেহ অন্তিম কালে যাব যমুনার জলে।
কবে জয় রাধে শ্রীরাধে বলে প্রাণ ত্যজিব গো॥
কহে নরোত্তম দাস পুরাও মনের অভিলাষ।
কবে রাধা কৃষ্ণের যুগল-বিলাস হেরব গো॥

শুক-শারীর বিবাদ-গীতিকা।

১। (তাল একতালা।)

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের রাই আমাদের আমরা রাইয়ের রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল॥
শারী কয় আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নইলে পারবে কেন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কটীতে ঘুঁঘুর।
শারী কয় আমার রাধার বাজে সুমধুর, নৈলে শুধুই ঘুঙ্গুর॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী কয় আমার রাধার চরণ পাবে বলে, চূড়া তাইতো হেলে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ুর পাখা।
শারী কয় আমার রাধার নামটী তাতে লেখা,
নইলে শুধুই পাখা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগত-জীবন।
শারী কয় আমার রাধা জীবের-জীবন, নৈলে শূন্য জীবন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদম তলায় থানা।
শারী কয় আমার রাধা করে আনাগোনা, নৈলে যেত জানা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ বাজায় মোহন বাঁশী।
শারী কয় আমার রাধার মন করে উদাসী, নৈলে শুধুই বাঁশী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ কালিন্দীর জল।
শারী কয় আমার রাধা পূর্ণ শতদল, নৈলে শুধুই সে জল॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের রূপটী চিকন কাল।
শারী কয় আমার রাধার রূপে জগত আলো,
নৈলে আঁধার কালো॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ পীতাম্বর ধারী।
শারী কয় আমার রাধা পরে নীল শাড়ী, নৈলে সাজবে কেন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের গলায় বনমালা।
শারী কয় গজমতির রূপে করে আলা, নৈলে শুধুই মালা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন।
শারী কয় আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নৈলে শুধুই মোহন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী কয় আমার রাধা বাঞ্ছা-কল্পতরু, নৈলে কে কার গুরু॥
শুক-শারী দুজনার দ্বন্দ্ব মিটে গেল।
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল॥
(জনম যাবে ভালো॥)

ভোগ-বিরাগ বিবাদ-গীতিকা।

২। (একতালা।)

জীব জগতে দ্বন্দ্ব অতি ভোগ বিরাগে।
ভোগ বিরাগে, বিরাগে ভোগে দ্বন্দ্ব লাগে ভোগ বিরাগে॥
ভোগ বলে এ সংসার সুখের বাজার।
বৈরাগ্য বলে মরুভূমি মরীচিকা সার, এসব মায়ার বিকার॥

ভোগ বলে আমার সব এই স্ত্রী-কন্যা-তনয়।
বৈরাগ্য বলে যাদের সব পথের পরিচয়, এরা কেহ কার নয়॥

ভোগ বলে লাবণ্যময় মধুর যৌবন।
বৈরাগ্য বলে মেঘের কোলে চপলা যেমন;
থাকে ক'দিন তেমন॥

ভোগ বলে কত সুধা রমণী অধরে।
বৈরাগ্য বলে বড়সী পিণ্ড যেন সরোবরে, মৎস্য মারিবারে॥

ভোগ বলে দেহের শোভা করি পরিপাটী।
বৈরাগ্য বলে জীবের দেহ কেবল ময়লা মাটি,
বৃথা আঁটা আঁটী॥

ভোগ বলে কোমল শয্যায় শয়ন করি সুখে।
বৈরাগ্য বলে শশ্মান-শয্যা মনে যেন থাকে, দিবে অগ্নিমুখে॥

ভোগ বলে রথি-রথ-গজবাজি দ্বারে।
বৈরাগ্য বলে মুদ্‌লে আঁখি সব ফাঁকি যে পরে,
মায়ায় ভুলনা রে॥

ভোগ বলে বহু দাসদাসীর প্রভু হই।
বৈরাগ্য বলে আর কে প্রভু জগৎ প্রভু বই,
জীবের প্রভুত্ব কই॥

ভোগ বলে সম্মান পাই রাজার দরবারে।
বৈরাগ্য বলে কি হবে যম রাজার দুয়ারে, তাকি ভাবনা রে॥

ভোগ বলে আমি অতুল ধনের অধিকারী।
বৈরাগ্য বলে নিদান কালে গুণ দড়ি বাঁশ বাড়ী,
ঘুচবে জারিজুরি ॥

ভোগ বলে তবে কি সব কিছুই কিছু নয়।
বৈরাগ্য বলে সব দেখ ভোজের বাজিময়,
চিরদিন নাহি রয় ॥

বৈরাগ্য বচনে ভোগ হৈল হতমান।
দীন মহেন্দ্র বলে কর সবে হরি গুণ গান,
হবে ভোগ অবসান ॥

নূপুর ও চূড়ার বিবাদ।

৩। (তাল একতালা।)

মন প্রসঙ্গে লাগলো বিবাদ নূপুর চূড়ার।
নূপুর চূড়ায় নূপুর চূড়ায়, চূড়ায় নূপুর চূড়ায় ॥
নূপুর বলে কেন চূড়া কেন রাইএর পদে।
চূড়া বলে আমার কৃষ্ণ পড়েছে বিপদে,
তাইতো রাইএর পদে ॥

চূড়া বলে ওরে ও গর্ব্বিত নূপুর।
নীচ তুই উচ্চ পদ পাইয়া মুখর, এত অহঙ্কার তোর ॥

নূপুর বলে আমার রাধা জগৎ-ঠাকুরাণী।
চূড়া বলে ত্যাগ করে ঠাকুর, কেমন ঠাকুরাণী
ঠাকুর পরাধিনী॥
নূপুর বলে আমার রাধা জগতের সতী।
চূড়া বলে সতী হয়ে ত্যাগ করে কি পতি,
সে বা কেমন সতী॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সংকীর্ত্তন।

১। (একতালা।)

আহা মরি কি আনন্দ হেরে যুগল মাধুরী।
রাই বিরাজে শ্যামের বামে যেমন কাল মেঘে বিজুরী॥
শ্যাম শিরে মোহন চূড়া রাই শিরে কবরী।
শ্যামের চূড়া বামে হেলে তাতে রাধার নাম হেরি॥
রাই করে কঙ্কণ বিরাজে শ্যাম করে মুরলী।
দুঁহার অধরে হাসি কি মধুর মধুর হেরি॥
ষড় ঋতু প্রকাশিত কি আনন্দ হেরি।
তমাল গাছে কোকিল ডাকে ময়ূর ময়ূরী॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখি মেলি।
তারা সবে ঘেরে দাঁড়াল মাঝে কিশোর কিশোরী॥

২। (তাল একতালা)।

রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল।
সেজেছে ভাল আমাদের লেগেছে ভাল॥
গলে বন ফুলের মালা বামে চূড়াটী হেলা।
রাই আমাদের হেমবরণী শ্যাম চিকন কাল
করে মোহন বাঁশরী, বামে রাধা কিশোরী
যুগল রূপে শ্রীবৃন্দাবন করেছে আলো॥
নাচে ময়ূর ময়ূরী নাচে আর শুক শারী।
যুগলরূপ হেরি তাদের নয়ন জুড়াল॥
শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা, মাথায় ময়ূরের পাখা।
তাতে রাধার নামটী লেখা, করে ঝলমল॥

৩। (তাল একতালা।)

ত্বরা আয় ললিতা হেরে যা' যুগলরূপের ঠাম॥ ধ্রু
আধ শিরে মোহন চূড়া আধ শিরে বেণী।
শ্যামের চূড়া করে ঝলমল বেণী ধরে ফণী॥
হেরা হেরি ফেরা ফিরি ছাঁদাছাঁদি বাহু।
শারদ পূর্ণিমার চাঁদে যেমন গরাসিল রাহু॥
আধ ভুজে বলয়া আধ নীলচুড়ি।
আধ অঙ্গে পীত ধড়া আধ নীল শাড়ি॥

আধ গলে গজমতি আধ বনমালা
আধ তব গৌরতনু আধ চিকণ কালা ॥
দুই অধরে এক মুরলী এমনি বাঁশী সাধা।
রাইএর ফুঁকে শ্যামকে ডাকে শ্যামের ফুঁকে রাধা ॥
সোণার কমল হেলে দুলে শ্যাম কালিন্দির জলে।
কিম্বা কনকলতা বেড়ে গেল শ্যাম তরু-তমালে ॥
কাঁচ বেড়া কাঞ্চন, কাঞ্চন বেড়া কাঁচে।
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু একত্র হয়েছে ॥
রাই হয়ে'ছেন স্বর্ণহস্তী সখিগণ সব যুথ ॥
মাহুত হ'য়ে খেলছে তাহে সেই নন্দসুত ॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দু'হে একতনু।
কেবল ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ লাগি লীলার জন্য ভিন্ন ॥

৪। (তাল একতালা।)

তোরা দেখ ললিতা, কুঞ্জলতা কুঞ্জপানে চেয়ে।
রাই দাঁড়ায়েছে শ্যামের বামে অঙ্গ হেলা দিয়ে ॥
উভয়ে উভয়ের নয়ন উভয়ে হেরে চন্দ্রানন।
আধ আধ অঙ্গের মিলন একত্র হ'য়েছে ॥
হেমাব্জ নীলাব্জ একা, আধ আধ অঙ্গে ঢাকা।
যেমন কালো মেঘে বিদ্যুল্লতা তেমনি শোভা হয়ে ॥

৫। (তাল একতালা।)

আজি নিভৃত-নিকুঞ্জে আহা কিবা শোভা মরি।
বিনোদিনী সহ খেলে বিনোদবিহারী॥
রূপে নবীন নীরদ-শ্যাম রাধা সৌদামিনী।
মধুর মিলনে ওই বিকাশে লাবণি॥
যেন শ্যাম ইন্দীবর রাধা কষিত-কাঞ্চন।
তমালে কনকলতা হয় সুশোভন॥
আহা শ্যাম শিরে শোভে চূড়া কিবা হেলে দুলে।
রাই শিরেতে বেণী ওই চুম্বে পাদমূলে॥
হেরি শ্যাম গলে বনমালা কত শোভা পায়।
রাই গলে মতির মালা পরাণ জুড়ায়॥
কিবা মকরন্দে লুব্ধমনা ভ্রমরী গুঞ্জন।
কত করিয়াছে সুখময় নিকুঞ্জ ভবন॥
কিবা পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল গন্ধে দিক আমোদিত।
কোকিলের কুহুস্বরে কুঞ্জ মুখরিত॥
কিবা প্রেমময় প্রেমময়ী রূপের আধার।
প্রাকৃত জগতে নাই তুলনা তাহার॥
হেরি চৌদিকে বেষ্টিত ওই গোপাঙ্গনাগণ।
পুলকে পুরিত হিয়া সেবায় মগন।
কিবা শতধারে ছুটে কুঞ্জে ভাবের লহর।
প্রেমের প্রবাহ উঠে পড়ে ঝর ঝর॥

ওহ ঝলকে ঝলকে হয় রসের উদ্গার।
প্রেমানন্দে হল কুঞ্জ আনন্দ পাথার ॥
যদি এ আনন্দ সাগরের পাই একবিন্দু।
তবে হৃদি-গগনেতে মোর শোভে লাখ ইন্দু ॥
হায় হেন শুভদিন কভু হবে কি আমার।
এ যে বামনের সাধ যেন চাঁদ ধরিবার ॥

৬। (তাল একতালা।)

শারী বলে দেখ শুক নিকুঞ্জ কাননে।
শ্যাম অঙ্গ মিলিয়াছে কমলিনী সনে ॥
শ্রীরাধা-সীমন্তে শোভে সিন্দুরের বিন্দু
শ্রীগোবিন্দ ভালে কিবা গোরচনা ইন্দু ॥
শ্রীরাধা মস্তকে শোভে স্বর্ণ শিরোভূষা।
শ্রীগোবিন্দ শিরে কিবা শিখিপুচ্ছচূড়া ॥
শ্রীরাধা নাসাগ্রে দোলে নীলকান্ত মণি।
শ্রীগোবিন্দ ঘ্রাণে শোভে হীরকের কণি ॥
শ্রীরাধার কণ্ঠে দোলে গজমতি হার।
শ্রীগোবিন্দ গলে শোভে বৈজয়ন্তী মাল ॥
শ্রীরাধার করে শোভে অরুণ কমল।
শ্রীগোবিন্দ করে কিবা মুরলী বিমল ॥
শ্রীরাধিকা নীলরক্ত বসনে ভূষিত।
শ্রীগোবিন্দ শ্বেত পীত বসনে শোভিত ॥

শ্রীরাধার বক্ষ ভূষা গোবিন্দ বাঞ্ছিত।
শ্রীগোবিন্দ বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ॥
শ্রীরাধার শুদ্ধ প্রেম গোবিন্দ অর্চ্চিত।
শ্রীগোবিন্দ অঙ্গ রাধা চন্দনে চর্চ্চিত ॥
শ্রীরাধা নূপুর বাজে সুবীণা ঝঙ্কারে।
শ্রীগোবিন্দ পদাঙ্গদ ভক্ত জয়কারে ॥
শ্রী রাধা গোবিন্দ নাম গায় প্রেমভরে।
শ্রীগোবিন্দ রাধানাম গায় বেণুস্বরে ॥
ঝাঁপিল রাধিকা অঙ্গে নীলকান্ত শ্যাম।
দেখ শুক গৌরবর্ণ হলো ব্রজ ধাম ॥
যুগল গৌরাঙ্গ হয়ে নিকুঞ্জে মিশিল।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে জগত ভাসিল ॥
শ্রী রাধা-গোবিন্দ জয় গায় ভক্ত জনে।
সে ভাবনা জাগে পাপ-অভাগার মনে ॥

৭। (তাল একতালা)।

জয়রে জয় রাধা-মাধব যুগল-কিশোর।
যুগল কিশোর আমাদের পরাণ কিশোর ॥
হেরা হেরি ফেরা ফেরী ছাঁদা ছাঁদি বাহু।
শারদ পূর্ণিমার চাঁদে গরাসিল রাহু ॥
শ্যাম-শিরে মোহন চূড়া রাই শিরে বেণী।
শ্যামের চূড়া করে ঝল মল বেণীধরে ফণী ॥

৮। (একতালা)।

এমনি থাকুক যুগল ও কিশোর কিশোরী।
যেমন সাধের নিশি পোহায় না রে ॥
নিশি পোহাস্ না রে তোরে বিনয় করি।
(তুই পোহালে) হেরতে নারব যুগল-মাধুরী ॥
নিশি পোহাস্ না রে ওরে ও শর্ব্বরী।
আমরা হলেম যুগল সেবার অধিকারী ॥

